শ্রীদুর্গা

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম-এ

শ্রীদুর্গা

(ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত)

প্রথম অভিনয় রজনী : শনিবার, ১২ই অক্টোবর, ১৯৪৭

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট

—প্রকাশক :—
শ্রীভূবনমোহন মজুমদার বি, এস-সি
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

মূল্য—দেড় টাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীবলদেব রায়
দি, নিউ কমলা প্রেস
৫৭।২ কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা

ষ্টার থিয়েটারে

প্রথম অভিনয় রজনীর—

সংগঠনকারীগণ

সত্বাধিকারী—শ্রীসলিলকুমার মিত্র
পরিচালক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত
সুরশিল্পী—শ্রীধীরেন দাস
নৃত্যশিল্পী—বাদল কুমার
মঞ্চশিল্পী—শ্রীবৈদ্যনাথ ব্যানার্জ্জী
মঞ্চতত্ত্বাবধায়ক—{ শ্রীযতীন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীঅনিল বোস }
রূপসজ্জাকর—শ্রীনন্দলাল গাঙ্গুলী
আলোক নিয়ন্ত্রণকারী—শ্রীমন্মথ ঘোষ
স্মারক—শ্রীআশু ভট্টাচার্য্য

যন্ত্রীসঙ্ঘ

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী
শ্রীকমল ব্যানার্জ্জী
শ্রীকালী ব্যানার্জ্জী
শ্রীননী ব্যানার্জ্জী
শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র চ্যাটার্জ্জী
শ্রীললিতমোহন বসাক
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস
শ্রীমিহির মিত্র

শিল্পী সঙ্ঘ

—পুরুষ—

মহিষাসুর	—	শ্রীবিপিন গুপ্ত
ইন্দ্র	—	শ্রীজয়নারায়ণ মুখার্জ্জী
বলাসুর	—	শ্রীসিধু গাঙ্গুলী
নারায়ণ	—	শ্রীপঞ্চানন ব্যানার্জ্জী
পবন	—	শ্রীচন্দ্রশেখর দে

ঋত্বিক	—	শ্রীকালীপদ চক্রবর্ত্তী শ্রীরবীন বোস
চিক্ষুর	—	শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য
চন্দ্র	—	শ্রীকমল ব্যানার্জ্জী
জয়ন্ত	—	মাষ্টার অমু
মহাদেব	—	শ্রীরাম রায়-চৌধুরী
মহাকাল	—	শ্রীশান্তিদাশ গুপ্ত
উদগ্র	—	শ্রীপশুপতি রক্ষিত
অন্যান্য চরিত্রে	—	বিষ্ণু সেন, শৈলেন রায়, নলিন বাগ, রমেশ নস্কর প্রভৃতি

—স্ত্রী—

দেবী	—	শ্রীমতী শেফালিকা (পুতুল)
শচী	—	শ্রীমতী ছায়া দেবী
অবজ্ঞা	—	শ্রীমতী অপর্ণা দেবী
ছন্দক	—	শ্রীমতী রেখা দত্ত
কাজল	—	শ্রীমতী রেখা
উর্ব্বশী	—	শ্রীমতী ঝর্ণা দেবী
মায়া	—	শ্রীমতী সরসী
অন্যান্য চরিত্রে	—	বীণা ঘোষ, মীণা, আঙ্গুর, বীণা সরকার কনক, জ্যোৎস্না, পূর্ণিমা, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি

চরিত্র পরিচয়।

নারায়ণ, শিব, ইন্দ্র, জয়ন্ত, পবন, চন্দ্র, মহাকাল।

মহিষাসুর	...	দৈত্য সম্রাট
বলাসুর	...	ঐ পুত্র।
চিক্ষুর উদগ্র	...	ঐ সেনাপতি
ছন্দক	...	রাখাল বালক
দেবী	...	শ্রীদুর্গা
শচী	...	ইন্দ্রাণী
অজ্ঞা	...	দৈত্যরাণী
কাজল	...	গ্রাম্য বালিকা

শ্রীদুর্গা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য ; সমুদ্রতীর

(নেপথ্যে স্তোত্রগান উঠিতেছিল)।

জাগৃহি জননী, জাগৃহি জননী,
তিমির দৈত্যে খড়্গে বধিয়া
আলোকোজ্জ্বল করো ধরণী।
ত্রিত্রিংশ কোটী সন্তান বর মাগে
শত্রু আহবে এসো দেবী পুরভাগে,
বিপদ সিন্ধু লঙ্ঘিব স্মরি
তোমার চরণ তরণী
জাগৃহি জননী, জাগৃহি জননী।

মহিষাসুর ও চিক্ষুরের প্রবেশ

মহিষ। জাগৃহি জননী! জাগৃহি জননী! দেবতার আর্ত্তকাকুতি স্বর্গ-মর্ত্ত্য—ভেদ করে এই অন্ধকার পাতালপুরীতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে; অথচ মূর্খ দেবতা জানে না যে জননী বহু পূর্ব্বে জাগরিতা হয়েছেন।

চিক্ষুর। জননী! দেবতার জননী?

মহিষ। শুধু দেবতার নন্; তিনি দেবতার, তিনি দানবের, তিনি মানুষের, তিনি ত্রিভুবন পালিনী, জগৎ জননী শ্রীদুর্গা।

চিক্ষুর। শ্রীদুর্গা! শ্রীদুর্গা! মহারাজ।

মহিষ। একি! চিক্ষুর! তুমি কেঁপে উঠলে কেন?

চিক্ষুর। না কাঁপিনি!

মহিষ। চিক্ষুর—

চিক্ষুর। মহারাজ, কি নাম বললেন তাঁর?

মহিষ। শ্রীদুর্গা—

চিক্ষুর। তিনি আবির্ভূতা হয়েছেন? জাগরিতা হয়েছেন?

মহিষ। শুধু জাগরিতা হন্‌নি। তিনি আসছেন এই অন্ধকার পাতাল-পুরীতে সমস্ত অসুরের মাঝখানে—

চিক্ষুর। না। না। তিনি আসবেন না—

মহিষ। তাঁকে আসতে হবে।

চিক্ষুর। কেন মহারাজ?

মহিষ। কেন! নিপীড়িত, নির্য্যাতিত অসুরদের দেহ শতাব্দী ব্যাপী সাধনায় আজ নূতন করে গঠিত হয়েছে লৌহ আর ইস্পাত দিয়ে। লৌহ মুষ্টি নিষ্পেষণে আমরা আকর্ষণ করে আনব সেই শক্তিরূপিনী শ্রীদুর্গাকে।

[নেপথ্যে শঙ্খঘণ্টা ধ্বনি]

চিক্ষুর। ওকি! ও কিসের শব্দ?

মহিষ। দিকে দিকে শঙ্খ ঘণ্টা বাজছে। বনস্পতি শাখে পাখীরা কলকাকলী করে উঠছে জননীকে আবাহন করতে।

চিক্ষুর। ওকি অগ্নিশিখা! সমুদ্র তরঙ্গ মধ্যে ওকি বাড়বানল! আমার চোখ জ্বলে যায়, ও আগুণে আমার চোখ ঝলসে যায়।

মহিষ। আমার চোখ জলে ভরে আসে, মায়ের ওই রূপজ্যোতি দেখে আনন্দে আমার দু'চোখ জলভরে আসে! দেখ, তাকিয়ে দেখ

চিক্ষুর, দশদিক আলোকিত করে ওই কে ভুবনমোহিনী মুর্ত্তিতে এগিয়ে আসছে।

চিক্ষুর। ওকে! ওকে মহারাজ?

মহিষ। গুরু শুক্রাচার্য্যের লোকজ্ঞান বিদ্যা তোমার আয়ত্ব। তুমিই গণনা করে বলো ওকে?

চিক্ষুর। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি চিনতে পেরেছি, ওকে আমি চিনতে পেরেছি। মহারাজ, আর এখানে নয়। শীঘ্র চলে আস্থন।

মহিষ। ওকে বরণ না করে তো আমি যেতে পারব না চিক্ষুর! যাই আবাহন করে আনি—

চিক্ষুর। মহারাজ, মহারাজ, ও আমাদের মহাশত্রু—

মহিষ। মহাশত্রু নয় চিক্ষুর, ও হল মহাশক্তি—

[প্রস্থান]

চিক্ষুর। মহাশক্তি—মহাশক্তি! মৃত্যুরূপা মায়াবিণী—মায়াজাল বিস্তার করেছে, সেই মায়ায় অন্ধদৃষ্টি সম্রাট ওকে বলছেন—মহাশক্তি। তাই সাগ্রহে সেই মৃত্যুরূপাকে আমন্ত্রণ করে···না, না এ আমি হতে দেবনা, কিছুতে না। যেমন করে পারি সম্রাটকে ওর কবল হতে রক্ষা করবই। ওই ওরা আসছে! সরে যাই, সামনে থেকে সরে যাই।

[প্রস্থান]

[অপর দিক হইতে মহিষাসুর ও দেবীর প্রবেশ]

মহিষ। স্বাগতা। সুস্বাগতা জননী, তোমার পায়ের ছোঁয়ায় পাথরের বুকে ফুল ফুটে উঠুক। এই অন্ধকার পুরীতে আলোর বন্যা বয়ে যাক্।

দেবী। আমায় আবাহন কর্চ্ছ! কিন্তু আমি কে জান?

মহিষ। জানি, তুমি জননী—

দেবী। শোনো, সমস্ত পৃথিবী জলমগ্ন, সেই জল মধ্যে অনন্ত শয়নে শায়িত প্রভু নারায়ণ। মধুকৈটভ বধ করবার জন্যে তিনি অনন্ত নাগ শয্যা হতে জাগরিত হলেন; তাঁর নেত্র হতে আবির্ভূতা হলুম আমি—মহামায়া। আবির্ভূতা হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "কোথায় যাব?" আকাশ মণ্ডলে তেত্রিশকোটি দেবতা আমাকে আবাহন করল, "দেবী, এসো, আমাদের গৃহে এসো।" আমি যেতে পারলুম না। মনে হল, তেত্রিশ কোটী দেবতার চেয়ে অধিক ব্যাকুলতা নিয়ে কে যেন আমায় আকর্ষণ করছে এই অন্ধকার পাতালপুরীতে। তাই দেবতাদের আবাহন উপেক্ষা করে চলে এলুম এখানে।

মহিষ। হাঃ হাঃ হাঃ, আসতে হবে; আমি জানি, তোমাকে আসতে হবে।

দেবী। তবে কি তুমি···তুমিই আমায় আকর্ষণ করে এনেছ? তুমি, তুমি কে?

মহিষ। আমি মহিষাসুর।

দেবী। মহিষাসুর? আমায় আবাহন করেছ যদি, তবে আশ্রয় দাও—

মহিষ। আশ্রয় দেব কি? তুমিই আমায় আশ্রয় কর।

দেবী। বেশ, তাই করলুম।

মহিষ। কথা দাও, প্রতিজ্ঞা করো, কখনো আমাকে ত্যাগ করবে না?

দেবী। হ্যাঁ, প্রতিজ্ঞা করলুম, তুমি আমাকে ত্যাগ না করলে আমি কখনও স্বেচ্ছায় তোমাকে ত্যাগ করব না।

মহিষ। আমি ধন্য! জীবন আমার ধন্য! [প্রণাম করিল] এসো দেবী, সন্তানের গৃহে।

[উভয়ে প্রস্থানোদ্যত; অপর দিক হইতে কাজল ও ছন্দকের প্রবেশ]

কাজল। দাঁড়াও রাজা—

মহিষ। কে ?

কাজল। আমরা রাখালী বন্ধু, আমি কাজল, আর ও হল ছন্দক। আমাদের আলোর ফুল তুমি কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ?

মহিষ। তোমাদের আলোর ফুল ?

ছন্দক। হ্যাঁ, ওইতো আমাদের ঐঘাটে এই আলোর ফুল ভাসতে ভাসতে এসেছিল। দূর থেকে দেখে আমরা ছুটে এলুম ওকে নিয়ে যেতে। এসো, আমাদের সঙ্গে এসো ? (দেবীর হাত ধরিল)

মহিষ। কিন্তু তোমাদের আলোর ফুল যে আমার সঙ্গে যাবেন বলে কথা দিয়েছেন।

কাজল। সেকি ! না না, একে আমরা ছাড়ব না।

মহিষ। কি হবে মা ?

দেবী। কাজল, ছন্দক !

ছন্দক। সে শুনব না, অন্ততঃ দুটোদিন আমাদের ঘরে থাকতেই হবে। আমরা গরীব রাখাল, তাই রাজার দাবী বুঝি আমাদের চেয়ে বেশী ?

মহিষ। না ভাই, না ; ওফুল তোমাদের ঘাটে এসেছে, তাই তোমাদের দাবী রাজার চেয়ে অনেক বড়।

দেবী। রাজা ?

মহিষ। দুদিন, এই রাখালী বন্ধুদের ঘরেই অপেক্ষা কর মা। তোমাকে বরণ করবার জন্য আমি আমার প্রাসাদকে সজ্জিত করিগে।

(প্রস্থান)

কাজল। এসো দেবী রাখালীদের কুঁড়ে ঘর আলো করবে এসো—

[কাজল ও ছন্দকের গান।]

ওগো—আলোর ফুল, আহা আলোর ফুল,
ছিলে কোন অজানা দেশে ?

আঁধার পুরে এলে তুমি সায়র ভেসে ভেসে।
আল্‌তা রাঙ্গা চরণ এমন, কাঁচা সোনার দেহ,
কালো কেশে মেঘের কাজল দেখেনিকো কেহ,
উজল নয়ন নীল কমলে যেন চাঁদের আলো মেশে।

[গান গাহিয়া দেবীকে লইয়া প্রস্থান]

[অপরদিক হইতে চিক্ষুর ও দৈত্যরাণী অজার প্রবেশ]

চিক্ষুর। ঐ, ঐ দেখুন—

রাণী। ঐ নারী মূর্ত্তি?

চিক্ষুর। হ্যাঁ, ঐ নারী মূর্ত্তি! আমি ওকে একবার দেখেই চিনতে পেরেছি। গুরু শুক্রাচার্য্যের নিকট যে লোকজ্ঞান বিদ্যা শিখেছি তা যদি সত্য হয়, তাহলে নিশ্চয় জানবেন, ঐ নারী অসুর-রাজের মৃত্যুরূপিনী।

রাণী। মৃত্যুরূপিনী! আমার স্বামীর মৃত্যুরূপিনী ঐ নারী! চিক্ষুর—

চিক্ষুর। হ্যাঁ মা, ঐ নারীকে সম্রাট মহাসমারোহে—ঐযে সম্রাট আসছেন! আমি সরে যাই, যেমন করে পারেন, সম্রাটকে ঐ নারীর সংস্পর্শ হতে দূরে রাখতে চেষ্টা করবেন মহারাণী। নইলে জানবেন—ঐ নারী হতেই অসুরের কূল ধ্বংস সুনিশ্চিত।

[প্রস্থান]

রাণী। না, সে হবেনা, আমার দেহে প্রাণ থাকতে স্বামীর অকল্যাণ, আমার শ্বশুর কূলের অকল্যাণ, আমি কিছুতে ঘটতে দেব না।

[মহিষাসুরের প্রবেশ]

মহিষ। রাণী, রাণী অজা, আমি তোমায় প্রাসাদে খুঁজে এলুম, দেখলুম তুমি নেই। শেষে এই নির্জ্জন সমুদ্রতীরে—

রাণী। নির্জ্জনেই যে আজ আমার থাক্‌বার দিন মহারাজ—

মহিষ। না, না, নির্জ্জনে নয়। আজ সমস্ত অসুর কুলে পরিবৃত হয়ে তোমায় রাজরাজেশ্বরীরূপে আনন্দের পশরা বহন করতে হবে।

রাণী। আনন্দের পশরা!

মহিষ। হ্যাঁ, পরম আনন্দ লগ্ন সমাগত। চলো রাণী, প্রাসাদ দীপমালায় সজ্জিত করবে, তোরণ শীর্ষ নব-মালতীর মালায় বিভূষিত করবে।

রাণী। কেন মহারাজ?

মহিষ। কেন? আজ এই চিরান্ধকার অসুর পুরীতে কে এসেছে জান?

রাণী। জানি। এসেছে আমাদের মৃত্যুরূপিণী।

মহিষ। মৃত্যুরূপিণী—! হুঁ—সেনাপতি চিক্ষুরের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয়েছে নিশ্চয়! বল, বল—

রাণী। হয়েছে! আমি তারই সঙ্গে এখানে এসেছি।

মহিষ। চিক্ষুর!

[চিক্ষুরের প্রবেশ]

চিক্ষুর। সম্রাট—

মহিষ। রাণীর মুখে যা শুনলুম সে বোধ হয় তোমারই লোকজ্ঞান বিস্তার প্রতিধ্বনি? আমার মৃত্যুরূপিণী! জানো না মূর্খ, ব্রহ্মার বরে, আমি অমর?

চিক্ষুর। ব্রহ্মা কি ঠিক সেই বরই দিয়েছিলেন মহারাজ—

মহিষ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, পদ্মযোনী—স্বমুখে বলছেন, ত্রিভুবনে এমন কোন পুরুষ জন্মগ্রহণ করেনি বা করবেনা···যে আমার মৃত্যু ঘটাতে পারে।

চিক্ষুর। কোন পুরুষ পারবেনা এ কথার অর্থ এ নয় মহারাজ, যে আপনি অমর।

মহিষ। চিক্ষুর!

চিক্ষুর। ব্রহ্মা আপনাকে বাগ্‌জালে প্রতারিত করেছেন মহারাজ পুরুষের বধ্য নন্, তার অর্থ আপনি নারীর বধ্য।

মহিষ। নারীর বধ্য!

চিক্ষুর। হ্যাঁ, এবং সে নারী ঐ···যাকে আপনি আবাহন করতে চাইছিলেন, আপনার প্রাসাদে।

মহিষ। চিক্ষুর—চিক্ষুর—!

রাণী। আর কাল বিলম্ব নয় সম্রাট, এই মুহূর্ত্তে ঐ মায়াবিণীকে অসুর-পুরী হতে বিতাড়িত করুন, নির্ব্বাসিতা করুন।

মহিষ। বিতাড়িত করব! নির্ব্বাসিত করব! না—না—এ তোমাদের মিথ্যা আশঙ্কা, আমি একবার দেখেই বুঝতে পেরেছি, ও মূর্ত্তিমতী মহাশক্তি!

রাণী। হোক্ মহাশক্তি, তবু ওকে বর্জ্জন কর।

মহিষ। কিন্তু আমি যে ওকে মা বলে আবাহন করে এনেছি!

রাণী। আবাহনের সঙ্গে সঙ্গে হোক্ ওর বিসর্জ্জন।

মহিষ। না, তা হয় না। আমি ওকে প্রতিষ্ঠিত করব আমার প্রাসাদে

[প্রস্থানোদ্যত]

রাণী। সে হবে না সম্রাট, কিছুতে না—

মহিষ। রাণী!

রাণী। প্রাসাদের অধিশ্বরী আমি। আমি কখনো ওকে—প্রাসাদে প্রবেশ করতে দেবনা।

মহিষ। বেশ! প্রাসাদে যদি ওঁর স্থান না হয় আমি ওঁর জন্য রচনা করব তাহলে নূতন প্রাসাদ, নূতন মন্দির।

রাণী। মহারাজ, এখনো ভেবে দেখ, ঐ মৃত্যুদায়িণীকে তুমি—

মহিষ। মৃত্যুদায়িণী হয় যদি, তবু ওঁকে আমি মা বলে ডেকেছি। মায়ের

বুক থেকে মৃত্যু আসেনা রাণী, আসে···ক্ষুধিত পিপাসার্ত্ত সন্তানের জন্য মৃত্যুহরা অমৃত।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

নন্দন কানন। ইন্দ্র ও দেবগণ আসীন।

অপ্সরাদের নৃত্যগীত।

গীত।

মোরা অলকাপুরীতে ছিনু ঘুম বিভোল।
না জানি কখন দখিন পবন
দিল দোল দোল দোল।
জেগে দেখি আধো রাতে বাঁকা চাঁদ নদীজলে
দূর বনে পাখী ডাকে চোখ গেল গেল বলে,
নিলাজ অলি বলে কুসুম কলি
ভীরু নয়ন তোল।

চন্দ্র। সুন্দর, সুন্দর, আজ শ্রাবণ পূর্ণিমা রাতে কিন্নর কন্যাদের এই গীতি অর্ঘ্য—সত্যই অপূর্ব্ব।

ইন্দ্র। এর চেয়েও অপূর্ব্ব আনন্দের আয়োজন হয়েছে দেবগণ! উৎসব রজনীকে রূপরসে পরিপূর্ণ করে তুলতে আমি অনন্ত যৌবনা উর্ব্বশীকে আহবান করেছি এই নন্দন কাননে।

চন্দ্র। সাধু, সাধু, উর্ব্বশীর নূপুর নিক্কন শোনবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলুম।

(মহাকালের প্রবেশ)

মহাকাল। দেবরাজ—

পবন। কে বাবা? উর্ব্বশী!

মহাকাল। আমি মহাকাল!

ইন্দ্র। মহাকাল! এমন অসময়ে: স্বর্গপুরীর দ্বার রক্ষা কার্য্য পরিত্যাগ করে তুমি কেন এই নন্দন কাননে?

মহাকাল। দৈত্যরাজ মহিষাসুরের পুত্র বলাসুর।

ইন্দ্র। বলাসুর! (ইঙ্গিত)

[মহাকালের প্রস্থান]

পবন। ঐ-যাঃ! উর্ব্বশী না এসে এলো মহাকাল। নন্দনের সুরসভায় এসে হাজির হল, জলজ্যান্ত অসুর? যা-বাবা, সব মাটী!

[বলাসুর ও মহাকালের পুনঃপ্রবেশ]

মহাকাল। দৈত্যরাজ মহিষাসুর পুত্র বলাসুর।

ইন্দ্র। কি সংবাদ?

বলাসুর। দৈত্যেশ্বরের পত্র।

[পত্রদান—ইন্দ্রের পাঠ]

ইন্দ্র। দেবাসুরে মৈত্রী! হাঃ হাঃ হাঃ—

চন্দ্র। ব্যাপার কি দেবরাজ?

ইন্দ্র। দৈত্যরাজ মহিষাসুর আমায় লিখেছেন, তিনি নাকি অপরাজেয় শক্তির অধিশ্বর। তবু দেবদানবে বিবাদ তাঁর অভিপ্রেত নয়। তিনি চান দেবতা ও দানব ত্রিভুবনের অধিকার সমান অংশে ভাগ করে নিয়ে পরস্পরে মিত্ররূপে বাস করুক।

চন্দ্র। পরম হাস্যকর প্রস্তাব।

পবন। যাঃ বাবা! নন্দনকাননও ভাগ বাঁটোয়ারা হবে নাকি?

ইন্দ্র। যাও যুবক, দৈত্যপুরে ফিরে গিয়ে তোমার পিতাকে বলো, তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হতে পারলুম না বলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

বলা। কেন, তার কারণ জানতে পারি কি ?

ইন্দ্র। কেন ? বিধাতার অভিপ্রায়, দেবতা সর্ব্বকাল সর্ব্বলোকের ওপর প্রভুত্ব করবে, আর সবাই অবনত শিরে তার প্রভুত্ব মেনে নেবে।

বলা। বিধাতা আজ তোমাদের প্রভুশক্তি রূপে স্থাপিত করেছেন। জগতে ঋতু পরিবর্ত্তন হয়, দিন যামিনীর পরিবর্ত্তন হয়। তোমাদের প্রভু শক্তির চাকাও যেদিন স্বাভাবিক নিয়মে ঘুরে আসবে, সেদিন কিন্তু—

ইন্দ্র। না, সহস্র ঋতু পরিবর্ত্তনে দেবতার আধিপত্য কখনো খর্ব্ব হয়নি। এ চাকা কোনো দিন ঘুরবে না।

বলা। কেন ঘুরবেনা ? তোমাদের গায়ে দু পোঁচ বেশী রং লেগেছে বলে তোমরা চিরকাল ওপরে থাকবে, আর আমরা বেশী কালো বলে চিরকাল নীচে থাকব ? চিরকাল ধরে তোমাদের অত্যাচার অবিচার মুখ বুজে সইব ? বিধাতা যদি চাকা না ঘুরান তা-হলে জেনে রাখ দেবরাজ, সে চাকা আমরা ঘুরিয়ে আনব আমাদের বাহুবলে। আর সেই সঙ্গে এই অত্যাচারী শ্বেতকায় জাতিকে লুটিয়ে পড়তে হবে এই নিপীড়িত, নির্য্যাতিত কৃষ্ণকায় জীবগুলির পায়ের তলায়।

দেবগণ। উদ্ধত যুবক! [সকলে উঠিলেন]

ইন্দ্র। থাক্—দূত অবধ্য। যাও অসুর দূত, তোমাদের এই সদম্ভ ঘোষনাকে—যেদিন সার্থক করে তুলতে পারবে, আমরা পরম আগ্রহে সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষা করব।

[বলাসুরের প্রস্থান]

পবন। যা, বাবা সব নেশা মাটী হয়ে গেল। দেবরাজ—

ইন্দ্র। ক্ষুব্ধ হয়োনা দেবগণ, তোমাদের আনন্দ দিতে ঐ দেখ ভুবনমোহিণী উর্ব্বশী আসছেন।

[উর্ব্বশীর নৃত্য]

ইন্দ্র। ও কি হল, থামলে কেন ?

উর্ব্বশী। দেবরাজ, আমি পালাই—

ইন্দ্র। কেন ?

উর্ব্বশী। ঐ দেখুন, শচী দেবী আসছেন।

[প্রস্থান]

ইন্দ্র। শচীদেবী ! শচীদেবী ! (ইঙ্গিত, দেবগণের প্রস্থান) অকষ্মাৎ নন্দন কাননে শচীদেবী ?

[শচীর প্রবেশ]

শচী। দেবরাজ যখন উৎসব মত্ত হয়ে কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন, তাঁকে আত্ম সচেতন করতে তখন বাধ্য হয়ে দেবেন্দ্রাণীকেই যে আসতে হয় প্রভু ?

ইন্দ্র। আমি উৎসব মত্ত হয়ে কর্ত্তব্য ভুলেছি ?

শচী। শুধু কি কর্ত্তব্য ভুলেছ ? দেবলোকে এক মহা-অকল্যাণ সূচনা হয়েছে ; উৎসব আনন্দে বিভোর হয়ে তাও তোমরা জানতে পারনি প্রভু !

ইন্দ্র। স্বর্গেশ্বরী, আমি যে কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনা। আমায় স্পষ্ট করে বল কি তোমার বক্তব্য ?

শচী। বাতায়ন হতে দেখলুম, দৈত্যরাজ মহিষাসুরের পুত্র বলাসুর ক্রুদ্ধ আক্রোশে স্বর্গ হতে ফিরে যাচ্ছে দৈত্যপুরে। তার চোখ দুটি জীঘাংসায় জ্বল জ্বল করে উঠছে। দেখে মনে বড় ভয় হল, কৌতুহল ও হল। ছদ্মবেশে কুমার জয়ন্তকে পাঠিয়েছিলুম তাকে অনুসরণ করতে। জয়ন্ত কি সংবাদ নিয়ে ফিরে এসেছে জানো দেবরাজ !

ইন্দ্র। কি, কি সংবাদ ?

শচী। ঐ কুমার জয়ন্ত আসছে, ওরই মুখে শোন।

[জয়ন্তের প্রবেশ]

ইন্দ্র। জয়ন্ত, তুমি বলাসুরকে অনুসরণ করে সেই ঘোর অন্ধকার দানব পুরীতে গিয়েছিলে ?

জয়ন্ত। অন্ধকার কোথায় পিতা ? মনে হল, সহস্র চন্দ্রমা বুঝি দৈত্যপুরী আলোকিত করেছে, এত আলো স্বর্গধামে নেই।

ইন্দ্র। সেকি পুত্র, তুমি কি স্বপ্ন দেখেছ ? দৈত্যপুরী অনন্ত আঁধারে মগ্ন, পথ তার কণ্টকাকীর্ণ; সেখানে মাঠে শস্য নাই, বনভূমে পুষ্প সমারোহ নাই, মহামারী দুর্ভিক্ষের তাণ্ডবে শ্মশানের মত নিস্তব্ধ ভয়াল নগরী। তাইতো যুগে যুগে সে দেশ ত্যাগ করে—দানবেরা ছুটে আসে এই মনোরম স্বর্গরাজ্যে আশ্রয় নিতে।

জয়ন্ত। আমিও শুনেছি পিতা, দৈত্যপুরী ভয়াবহ স্থান ! কিন্তু আজ—

ইন্দ্র। আজ ?

জয়ন্ত। শোনো পিতা, বিচিত্র কাহিনী। সম্মুখে এই আমার—মমতা-রূপিনী মাতা, বুঝি এই আমার মায়ের চেয়েও মহিয়সী অপরূপ বিশ্বজননী মূর্ত্তি দেখলুম—সেই দৈত্যপুরে।

ইন্দ্র। বিশ্বজননী মূর্ত্তি—!

জয়ন্ত। অতসী কাঞ্চনবর্ণা, ললাটে ভাস্বর দ্যুতি, পৃষ্ঠে নব কাদম্বিনীর ন্যায় মুক্ত কেশপাশ, অপূর্ব্ব···অপূর্ব্ব সে মাতৃমূর্ত্তি ! সেই মহাদেবী করুণা-সুন্দর-চক্ষে যে দিকে তাকান—সেই দিকই শ্যামশস্য পুষ্পদলে ঝলমল করে ওঠে ! তাঁরই করুণায় আজ দৈত্যপুরীর গোঠে গোঠে পয়স্বিনী গাভী, নদীজলে ক্ষীর ধারা, আকাশে বাতাসে অপূর্ব্ব অমৃত প্রবাহ। যে মুহূর্ত্তে দানবপুরে জননীর শুভাগমন হয়েছে, সেই হতে দুঃখ দারিদ্র্যবিহীন নূতন অমরাবতীর সৃষ্টি হয়েছে।

শচী। দেবরাজ, কে—কে সে দেবী, যাঁর কৃপায় আজ দৈত্যপুরীর এত সুখ সম্পদ ?

ইন্দ্র। সন্দেহ হচ্ছে—হয়তো তিনি, না, না, হয়তো কেন—নিশ্চয়, নিশ্চয় তিনি দেবী মহামায়া !

শচী। মহামায়া !

ইন্দ্র। অনন্ত শয়নশায়ী নারায়ণের নেত্রানল হতে ঐ শক্তিরূপিনী মহাদেবীর আবির্ভাব—।

শচী। সেই মহাদেবী দৈত্যপুরে, আর দেবরাজ এখনো নিশ্চিন্তে বিচরণ করছেন এই নন্দন কাননে ? মূর্ত্তিমতী মহাশক্তি দানবকে আশ্রয় করেছেন, আর দেবরাজ সেই দানবের মৈত্রীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন ?

ইন্দ্র। মহাশক্তি দানবকে—আশ্রয় করেছেন। সত্য—সত্য দেবী ! কিন্তু আমি বুঝতে পার্চ্ছিনা কেন, কিসের আকর্ষণে তেত্রিশ কোটী দেবতার কাতর আহ্বান উপেক্ষা করে তিনি আশ্রয় নিলেন মহিষাসুরের পুরীতে !

শচী। দেবরাজ—

ইন্দ্র। যাক্, চিন্তা করোনা দেবী ; জননী স্বয়ং সেখানে আশ্রয় নিলেও মদমত্ত দানবের সাধ্য নেই, তাঁকে দৈত্যপুরে ধরে রাখে। একদিন ঐ দানব জননীর অমর্য্যাদা করবেই। এবং তারই ফলে দৈত্যকুল ধ্বংস হয়ে যাবে।

জয়ন্ত। না পিতা, না, ওরা জননীর অমর্য্যাদা করবে না। নিজের চোখে দেখে এসেছি, জননীর পূজা আয়োজন।

ইন্দ্র। পূজা আয়োজন ?

জয়ন্ত। মহিষাসুরেরর আদেশে সহস্র দানব শিল্পী জননীর জন্য নির্ম্মান কর্চ্ছে মেঘ চুম্বী বিচিত্র প্রাসাদ। তাকিয়ে দেখ ওই মেঘলোকে

দাঁড়িয়ে—অয়স্কান্ত, বৈদূর্য্য খচিত হিরণ্ময় প্রাসাদ হতে শত রবি দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে এই অন্ধকার আকাশের পানে! প্রাসাদ নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ প্রায়। অলক্ষ্য হতে শুনলুম, ঐ প্রাসাদে, ঐ মাতৃমন্দিরে মহিষাসুর প্রতিদিন মাতৃপূজা করবে!

ইন্দ্র। মাতৃপূজা করবে দানব!

শচী। দৈত্যরাজ, তোমার শত্রুর প্রতি যদি মহাশক্তি সুপ্রসন্না হন, তাহলে—

ইন্দ্র। কোনো চিন্তা করোনা, দেবী, অন্তঃপুরে যাও, আমায় একটু ভাববার অবকাশ দাও—

[শচীর প্রস্থান]

জয়ন্ত, আমি কিছু দিন অলক্ষ্যে দৈত্যপুরী ভ্রমণ করব। তুমি সর্ব্বদা সজাগ প্রহরী থেঁকো। প্রাণীমাত্র যেন অমরাবতীতে প্রবেশ করতে না পারে, খুব সাবধান।

জয়ন্ত। যথা আজ্ঞা পিতা—

[প্রস্থান

ইন্দ্র। মায়া—মায়া—

[মায়ার প্রবেশ]

অলক্ষ্য সঞ্চারে আমার সঙ্গে চলো মায়া, ভৃঙ্গার পূর্ণ করে নাও অতি তীব্র মদিরায়। এমন তীব্র মদিরা, পান করা দূরে থাক্, যার গন্ধে, যার স্পর্শে শিরা উপশিরায় মুহূর্ত্ত মধ্যে তরল অগ্নি প্রবাহ খেলে যায়। তীব্র সুরা নিয়ে চল, অতি তীব্র সুরা—

তৃতীয় দৃশ্য।

দৈত্যপুরী—প্রাসাদ অলিন্দ।

মহিষাসুর ও বলাসুর।

মহিষ। সত্য কথা বলেছ দেবরাজ; দেব দৈত্যে কখনো মৈত্রী স্থাপিত হতে পারে না। তোমরা সুসভ্য, আমরা অনার্য্যজাতি, তোমাদের গায়ের রং শাদা, আর আমরা হলুম কালো! চন্দ্র সূর্য্য হয়তো একই সঙ্গে উদিত হতে পারে, তবু শাদা ও কালোতে কখনো মিলন হবেনা।

বলাসুর। পিতা—

মহিষ। আমি জানতুম, আমি জানতুম পুত্র, যে অভিজাত্য গর্ব্বিত দেবরাজ, ঠিক এমনি উত্তর দেবে।

বলা। যদি জানতেন, যদি সবই জানতেন পিতা, তাহলে কেন আমায় এ মর্ম্মান্তিক অপমান সইতে আপনি দেব-সভায় পাঠালেন? দেবতার কাছে এ দুঃসহ অপমান সহ্য করবার চেয়ে, মৃত্যুও ভাল ছিল পিতা—আমার মৃত্যুও ছিল ভাল।

মহিষ। অধীর হয়োনা পুত্র। আমি দেবরাজকে অনুরোধ করেছিলুম বন্ধুত্ব স্থাপনে, তিনি সম্মত হলেন না। আমি আমার কর্ত্তব্য করেছি, ভ্রাতৃত্বের ঋণ পরিশোধ করেছি, ভ্রাতৃত্বের ঋণ—।

বলা। ভ্রাতৃত্ব!

মহিষ। আভিজাত্য গর্ব্বে দেবতা ভুলে থাকতে পারে, তবু নিপীড়িত, নির্য্যাতিত, অন্ধকার পাতালের এই কৃষ্ণকায় জাতি, আজও ভুলতে পারেনি—যে একই পিতার ঔরসে জন্মেছিল একদিন দেবতা ও দানব।

বলা। একই পিতা—

মহিষ। হ্যাঁ, মহামুণি কশ্যপের ঔরসে জননী দিতির গর্ভে দৈত্য এবং জননী অদিতির গর্ভে আদিত্য অর্থাৎ দেবতার জন্ম। দেবতা ও দানবের আদি পিতা সেই একই মহাপুরুষ মুণিরাজ কশ্যপ। দেবতার অত্যাচারে জর্জ্জরিত হয়ে যখনই ওদের শির লক্ষ্য করে তরবারি তুলতে চেয়েছি, অমনি দেহের শিরায় শিরায় পিতৃরক্ত চঞ্চল হয়ে আর্ত্তনাদ করে উঠেছে "ওরে কাকে অস্ত্রাঘাত করবি? ও যে তোর ভাই—তোর ভাই।" তখনি তরবারি কোষবদ্ধ করে রেখেছি।

বলা। পিতা—

মহিষ। ঋণ পরিশোধ হয়েছে। এত দিনের সাধনাও আমাদের সম্পূর্ণ। এবার এই মহাশক্তির আশ্রিত দানবের পদতলে বসে দেবতাকে কাতর কণ্ঠে বলতে হবে—"তোমরা আমাদের বাঁচাও। তোমরা আমাদের ভাই।" নতুবা—নতুবা দেবতা জাতি চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বিশ্বপট হতে।

[দূরে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।]

ওকি! সুমঙ্গল শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি।

[চিক্ষুরের প্রবেশ]

চিক্ষুর। সম্রাট, মন্দির নির্মান সম্পূর্ণ।

মহিষ। মন্দির সম্পূর্ণ। যাই স্বচক্ষে দেখে আসি। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) চিক্ষুর—

চিক্ষুর। মহারাজ—

মহিষ। নগর মধ্যে প্রচার করো, কাল প্রত্যুষে সকলে যোগদান করবে মহোৎসবে। কাল অধিষ্ঠিতা হবেন নূতন মন্দিরে মূর্ত্তিমতী মহাশক্তি। [প্রস্থান]

বলাসুর। মহাশক্তি! সেনাপতি, কে সে মহাশক্তি?

চিক্ষুর। মহাশক্তি! যুবরাজ! যুবরাজ—

বলাসুর। একি সেনাপতি, আমার কণ্ঠ-স্বর কেঁপে উঠলো কেন? পিতা মহাসমারোহে কার অর্চ্চনা কচ্ছেন?

চিক্ষুর। অর্চ্চনা কচ্ছেন, অসুর কূলের মহামৃত্যুর—

বলাসুর। সেনাপতি, আপনি কি বলছেন?

চিক্ষুর। ঠিক্ বলছি কুমার, গুরু শুক্রাচার্য্যের কৃপায় আমি ওকে একবার দেখেই চিনেছি।

বলাসুর। পিতাকে একথা বলছেন?

চিক্ষুর। শুধু বলিনি কুমার, পায়ে ধরে অনুরোধ করেছি—

বলাসুর। তবু, তবু পিতা আপনার অনুরোধ শোনেন নি! তাকে মৃত্যুরূপা জেনেও—

চিক্ষুর। তাকে মৃত্যুরূপা জেনেও তারই জন্য নির্ম্মাণ করেছেন আপনার জননীর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর প্রাসাদ। এবং সেই প্রাসাদে আগামী কল্য প্রত্যুষে মহাসমারোহে হবে সেই মায়াবিনীর অধিষ্ঠান। দৈবের বিধানে সেই কথা ঘোষণা করতেই যাচ্ছি আমি নগরের রাজপথে।

[প্রস্থান]

বলাসুর। একি বিচিত্র সংঘটন! সেনাপতি চিক্ষুর—যাকে বলেন মৃত্যুরূপা, পিতা বলেন তাকে মহাশক্তি!

(রাণী অব্জার প্রবেশ)

অব্জা। কুমার—

বলাসুর। মাতা! দৈত্যপুরীতে কে এসেছ মা? কাকে বরণ করতে নির্ম্মিত হয়েছে অপূর্ব্ব প্রাসাদ?

রাণী। তোমার পিতা বলেন, তিনি মহাশক্তি!

বলাসুর। কিন্তু সেনাপতি চিক্ষুর বলেন—সে মহামৃত্যু!

রাণী। কুমার!

বলাসুর। তোমার কি বিশ্বাস মা?

রাণী। আমিও সেনাপতির কথা শুনে প্রথমে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলুম; তাকে প্রাসাদে স্থান দেবনা বলেছিলুম, তাই সম্রাট তার জন্যে নির্ম্মাণ করেছেন নূতন প্রাসাদ। আজ দু'দিন হল সে দৈত্যপুরীতে এসেছে, এই দু'দিনেই আমারও মনে হয়—

বলাসুর। কি মা; কি মনে হয়?

রাণী। মনে হয়, সে মৃত্যু নয়, সে সত্যই মহাশক্তি—।

বলাসুর। মহাশক্তি!

রাণী। তারই পদস্পর্শে সমস্ত অসুরপুরী যেন নূতন জীবন পেয়েছে, বনস্পতির শুকনো ডালে ফুল ফুটেছে, বিশীর্ণ নদীতে অমৃত প্রবাহ বয়েছে। ফলে, পুষ্পে, শস্য সম্পদে দিক দিগন্ত অপূর্ব্ব শ্যামশ্রী ধারণ করেছে। তাকে আমি মৃত্যুরূপা ভেবেছিলাম, কিন্তু সে মৃত্যু নয়, শক্তি—মহাশক্তি! আমি তাকে প্রণাম করি। যুক্তকরে প্রণাম করি।

বলাসুর। মাতা, মাতা, কাকে প্রণাম কর্চ্ছ মাতা?

রাণী। কেন মহাশক্তিকে—?

বলাসুর। মহাশক্তি নয়, মহামৃত্যুও নয়, আমার মনে হচ্ছে, সে হল মায়া—মহামায়া!

রাণী। মহামায়া!

বলাসুর। এখন সে কোথায় বলতে পার মা?

রাণী। দক্ষিণ সমুদ্রতীরে কাজল ও ছন্দক নামে রাখালীদের পাতার-কুটীরে। কিন্তু সেকথা কেন পুত্র?

বলা। আমি তাকে একবার দেখে আসব।

রাণী। প্রত্যুষেই তো তিনি মন্দিরে আসছেন?

বলা। আমায় দেখতে হবে, মন্দিরে আসবার আগে।

রাণী। পুত্র, পুত্র! তোমার উদ্দেশ্য কি বলাসুর?

বলা। ভয় নেই মা, মৃত্যু হোন্, শক্তি হোন্, অথবা হোন্ তিনি মায়া, আমার পিতা যাকে বরণ ক'রে এনেছেন' যতক্ষণ স্বজ্ঞানে রয়েছি আমি তাঁর কোন অমর্য্যাদাই করব না।

[প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য।

বনপথ—জ্যোৎস্না রাত।

কাজল, ছন্দক ও দেবী।

দেবী—। কাজল, ছন্দক, তোমাদের চোখে জল কেন? তোমরা কেন কাঁদছ?

ছন্দক। তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাবে দেবী?

দেবী। চলে যাবো?

ছন্দক। আমাদের এই পাতার কুটীর, আমাদের এই জ্যোৎস্না ধোয়া বনভূমি, একি তোমার ভাল লাগছে না দেবী?

কাজল। এ সব ছেড়ে চলে যেতে তোমার প্রাণে একটুও বাজবে না?

দেবী। কে বলেছে তোমাদের যে আমি চলে যাবো?

ছন্দক। কেন, নগরের পথে পথে বাজনা বাজিয়ে বলে গেল যে!

দেবী। বলুক ওরা। আমি কোথাও যাব না। আমি নিত্যকাল রয়েছি, নিত্যকাল থাকব।

উভয়ে। দেবী! দেবী!

দেবী। রাজপুরীতে যদি যাই তবু তোমাদের এই প্রীতি, এই ভালবাসা,

এ আমি কখনো ভুলবো না। যখনি আমায় স্মরণ করবে, দেখো, আমি ঠিক তোমাদের কাছে রয়েছি।

কাজল। সত্যি ?

দেবী। হ্যাঁ, সত্যি—

ছন্দক। চলো দেবী, ঐ পদ্ম সরোবরে কত পদ্ম ফুটে রয়েছে, তোমাকে মালা গেঁথে সাজাব চলো।

কাজল ও ছন্দকের গান।

পদ্মবনে—চল পদ্মবনে—
আলোক মাধুরী হেরি সংগোপনে,
মেঘে মেঘে থেকে থেকে চাঁদ বুঝি ঢেকে যায়,
তারি সনে আঁখি কোনে আঁখি জল উছলায়।
কাঁদিব না কাঁদিব না তোমারে মা, কাঁদাব না
চলে গেলে জেগে থেকো নিত্য মনে।

[গান গাহিতে গাহিতে দেবীকে লইয়া প্রস্থান]

[অপর দিক হইতে বলাসুর ও ছদ্মবেশে ইন্দ্রের প্রবেশ।]

ইন্দ্র। ঐ, ঐ দেখুন, ঐ সেই মায়াবিনী।

বলা। ঐ মায়াবিনী! কিন্তু আমায় সঙ্গে করে এনে এখানে পৌছে দিলে, তুমি কে ?

ইন্দ্র। আমি গুরু শুক্রাচার্য্যের শিষ্য ভারবী।

বলা। গুরু শুক্রাচার্য্যের শিষ্য !

ইন্দ্র। হ্যাঁ, গুরুদেব হিমাদ্রি শৃঙ্গে তপোমগ্ন। ধ্যানযোগে তিনি জানতে পেরেছেন, অসুর কুলে মহা অনর্থের সূচনা হয়েছে—। তাই তিনি আমায় প্রেরণ করেছেন দৈত্যপুরীকে এই মায়াবিনীর কুহক হতে মুক্ত করতে।

বলা। ভারবী !

ইন্দ্র। আপনার পিতাকে ঐ মায়াবিনী মোহাচ্ছন্ন করেছে। দৈত্যপুরীতে এমন আর কেউ নেই যে সম্রাটকে ওর কবল হতে মুক্ত করে। একমাত্র আপনি, আপনিই পারেন কুমার সম্রাটকে রক্ষা করতে।

বলা। কি করে ?

ইন্দ্র। ঐ মায়াবিনীকে বিতাড়িত করুন, বিসর্জ্জিতা করুন !

বলা। বিতাড়িতা করব ? বিসর্জ্জিতা করব ? কোথায় ?

ইন্দ্র। দৈত্যরাজের সীমা ছাড়িয়ে, দানবের চির শত্রু দেবতার রাজ্যে।

বলা। দেবতার রাজ্যে ! হ্যাঁ, ওকে দেখবার আগে আমিও মনে মনে সঙ্কল্প করেছিলুম, দানব নগরের ত্রিসীমানায় ওই মায়াবিনীকে থাকতে দেব না। ওকে বিতাড়িত করব, দানব অধিকার ছেড়ে দেবতার সাম্রাজ্যে। কিন্তু ঐ মূর্ত্তি, এক মুহূর্ত্তে দূর হতে ওই অতুলণ জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি দেখে মনে হচ্ছে—

ইন্দ্র। কি মনে হচ্ছে···

বলা। আঁধারের দেশে আলোর ফুল ফুটে উঠেছে, চির অমাযামিনীর নিকষ কালো আকাশের বুকে লক্ষ কোটী পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়েছে, বহু যুগের মা-হারা দুর্ভাগা সন্তানেরা দীর্ঘ যুগ তপস্যার শেষে বুঝি ভুবন আলোকরা জগন্মাতাকে ঘরে পেয়েছে ! ওকে নির্ব্বাসিত করব না ভারবী, ওকে বন্দিনী করব ; লৌহ শৃঙ্খল দিয়ে নয়— দানবের বুকভরা ভক্তির শৃঙ্খলে। [প্রস্থান]

ইন্দ্র। মায়া—মায়া—

[মায়ার প্রবেশ]

মায়া। দেবরাজ,—

ইন্দ্র। শুক্রাচার্য্য শিষ্য বলি দিনু পরিচয় ; কহিলাম,
দেবী বিসর্জ্জন গুরুর আদেশ।

কিন্তু তবু দানবেরে প্রতারিত করিতে নারিনু ;
মাতৃভাব উপজিল দেবীরে হেরিয়া।
সুরাপাত্র দেহ মোরে, শীঘ্র যাও
দানব সম্মুখে।　মায়া বিদ্যা কুহকের
অধিশ্বরী তুমি ; যে প্রকারে পার
দানবেরে সম্মোহিত কর।
যতক্ষণ মায়াজালে সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবশ না হয়,
সাবধান, কোনমতে দৈত্য যেন
নাহি পায় মাতার দর্শন।

মায়া।　যথা আজ্ঞা দেবরাজ—　[প্রস্থান]

ইন্দ্র।　মহামায়া, উদ্দেশে লহগো মাতা—,
দাসের প্রণাম !
অযাচিতরূপে তুমি দৈত্যকুলে এসেছ জননী—,
দানবের মাতৃভক্তি কত সুগভীর
যার বলে আদ্যাশক্তি জননীরে রাখিবে ধরিয়া,
আজি তার পরীক্ষা কঠোর।
ঐ, ঐ আসে বলাসুর, রহি অন্তরালে।

[প্রস্থান]

[অপর দিক হইতে মায়া ও বলাসুরের প্রবেশ]

বলাসুর।　সত্য কহ, কেবা তুমি ?

মায়া।　সমুদ্র সম্ভবা আমি, দৈত্যরাজ সনে
আসিয়াছি দানব নগরে—।

বলা।　সে কি তুমি !　না না অসম্ভব—
অসম্ভব ইহা—

মায়া।　কি অসম্ভব কুমার ?

বলা। ক্ষণ পূর্ব্বে নেহারিনু দূর বন পথে
মাতৃমূর্ত্তি এক। শুনিলাম, সেই দেবী—
দৈত্যরাজ সমাদরে এনেছেন যাঁরে।
মায়া। বনপথে কারে দেখিয়াছ—
তুমি ভাল জান। আমি শুধু বলিবারে পারি
দৈত্যরাজ এনেছে আমারে।
বলা। তোমারে ?
মায়া। হ্যাঁ, আমারি কারণ—
সহস্র দানব শিল্পী গড়িতেছে
হিরণ্ময় বিচিত্র প্রাসাদ।
বলা। তোমারি কারণ ! না—না, বিশ্বাস না হয়।
মায়া। কেন ? কেন অবিশ্বাস ?
বলা। কামনার তীব্র বহ্নি নয়নে তোমার।
বিকম্পিত ওষ্ঠফুটে জীবন্ত লালসা—
তোমারি কারণ মাতৃভক্ত দৈত্যরাজ
গড়িলেন হেমকাণ্ড অপূর্ব্ব প্রাসাদ !
মিথ্যা, মিথ্যা কথা, হে ছলনাময়ী—
সত্য পরিচয় দাও—শীঘ্র বল কে তুমি কামিনী !
মায়া। আমি মায়া, বিশ্ব বিমোহিনী।
বলা। মায়া !
মায়া। হ্যাঁ, মায়া, মায়াবলে দৈত্যরাজে
মাতৃরূপে দিয়েছি দর্শন।
তাই, মোরে আনিলেন সমাদরে করি আবাহন।
বলা। কেন আসিয়াছ ?
মায়া। যদি বলি তোমারি কারণ !

বলা। আমার কারণ—!

মায়া। আমারে বিশ্বাস করো, কোন কথা
করিব না তোমারে গোপন।
নির্জ্জন সরসী জলে
একদিন স্নান-লীলা করি কুতুহলে।
দূর হতে হেরিলাম ধনুঃশর করে—
মৃগয়া নিরত যুবা অপূর্ব্ব সুন্দর—।
সুপ্রশস্ত বক্ষ আর ললাটে,—কপোলে
পড়েছে চন্দ্রের আলো লাবণ্যের মত!
মূর্তিমান মনসীজ—ফুলশর হানি,
হরিনীরে বিদ্ধ করি গেল। নাহি জানি কতক্ষণ
ছিনু অচেতন। তার পর চেয়ে দেখি
শুক্লাদশমীর চাঁদ হাসিছে আকাশে,
মোর হৃদয়ের চাঁদ গেছে অস্তাচলে।
বহু প্রতীক্ষার শেষে, বহু সাধনায়
আবার হেরিনু মোর মধু চন্দ্রোদয়।

বলা। নারী—নারী—

মায়া। হের হের হে সুন্দর,
এই মোর বাহুলতা মৃণাল কোমল,
এই ওষ্ঠ রক্তোৎপল আভা,
ত্রিলোক বাসনা পদ্ম বিকসিত হিয়া—
বাসর শয়ন রচি তব প্রতীক্ষায়।
দূরে কেন সরে যাও—
কিসের সংঙ্কোচ?
এসে প্রিয় পূর্ণ কর যৌবনের প্রণয়—স্বপন।

বলা। একি মায়া, একি মোহ!
নাগমন্ত্র সম মোরে আকর্ষণ করে
মায়াবিনী ; না—না—সরে যাও—
সরে যাও তুমি কুহকিনী

[মায়া নৃত্য]

[নৃত্য শেষে বলাসুরের হাত ধরিল]

বলা। অপূর্ব্ব, অপূর্ব্ব সুন্দর নৃত্য !
হে মোহিনী নারী !…না—না চলে যাও,
চলে যাও, তুমি মৃত্যুরূপা !
স্পর্শে তব মৃত্যু নীল, সর্ব্বদেহ মোর—!
আচ্ছন্ন অবশ তনু, কে আছ কোথায়—
নাগিনী দংশন বিষে,
পিপাসার্ত্ত শুষ্ক কণ্ঠ মোর।
বারি দাও, বারি দাও ত্বরা—।

(ইন্দ্রের প্রবেশ ও মদিরা দান)

[মায়ার প্রস্থান]

ইন্দ্র। কুমার—এনেছি পানীয়।
বলা। একি একি ! হে তাপস ! কণামাত্র পান করি
অবশ চৈতন্য মোর মুহূর্ত্তে জাগ্রত ! কি এ মহৌষধ ?
ইন্দ্র। সঞ্জীবনী সুধা।
বলা। সঞ্জীবনী সুধা ?
ইন্দ্র। দেবতার সহ রণে বারবার যত দৈত্য লভেছে মরণ—
এই সুধা বরিষণে শুক্রাচার্য্য তাহাদের
দেছেন জীবন।
বলা। এই সে অপূর্ব্ব সুধা ? পুনঃ দাও, পুনঃ দাও

আমারে তাপস ! (পান)
আঃ, দেহমাঝে বহিতেছে অগ্নির প্রবাহ,
মস্তিস্ক আচ্ছন্ন প্রায়, একি তীব্র ভয়াল মদিরা !

ইন্দ্র। যুবরাজ, যুবরাজ, দানব কুলের গর্ব্ব, শক্তিধর,
বলাসুর তুমি ! বিক্রমে তোমার, সুর, নর, যক্ষ
রক্ষ কম্পিত হৃদয় ! সেই তুমি,
এতটুকু সুধাপানে আচ্ছন্ন এমন ?

বলা। কে বলে আচ্ছন্ন আমি ? কতটুকু সুধা
আছে ভৃঙ্গারে তোমার ? দাও মোরে ?
এই দেখ, গণ্ডুষে শুষিব। (সবটুকু খাইল)
আরো আছে ?

ইন্দ্র। আছে যুবরাজ—

বলা। নিয়ে এস, নিরে এস ত্বরা। (ইন্দ্রের প্রস্থান

বলা। দানব সম্রাট পুত্র বীর বলাসুর,
আমি হব আচ্ছন্ন অবশ ? হাঃ হাঃ হাঃ

(দেবীর প্রবেশ)

দেবী। কে ! কে হাসিছে অট্টহাসি ?

বলা। বলাসুর ! বলাসুর ! দৈত্য যুবরাজ,
আমারে চিনিতে নার, কে তুমি রমনী !

দেবী। আমি দেবী।

বলা। দেবী যদি, স্বর্গে যাও—
দৈত্যপুরে কেন ?

দেবী। দৈত্যপুরে দৈত্যরাজ আবাহন করেছে আমারে

বলা। তোমারে ? দেখি, দেখি,

বাঃ বাঃ, বারে মায়াবিনী !

এইমাত্র হেরিলাম,

যৌবন চঞ্চলা এক নায়িকার বেশে।

আবার এসেছে একি, শান্তসৌম্য অপরূপ সাজে ?

দেবী। কুমার !

বলা। না, না, ছলনায় ভোলাতে নারিবে,

চলে যাও চলে যাও দৈত্যপুরী হতে।

দেবী। কেমনে যাইব আমি ?

বাক্যবদ্ধ সম্রাট নিকটে—

স্বেচ্ছায় দানবপুরী কভু ত্যজিব না।

বলা। কভু ত্যজিবে না—? উত্তম, স্বেচ্ছায় না যাও যদি

ভূজবলে বিতাড়িব—তোমা।

দেবী। কুমার, কুমার—

দানবের অকল্যাণ করিনি কখনো,

কি কারণ মম প্রতি এ আক্রোষ তবে ?

বলা। কি কারণ ? তুমি দেবী, আমরা দানব,

দেবদেবী যুগে যুগে ঘৃণা করে দানব জাতিরে—

কারণ যথেষ্ট ইহা।

দেবী। কিন্তু আমি তো করি না ঘৃণা !

বলা। কর না ?

দেবী। না, ভালবাসি। প্রীতি-স্নিগ্ধ চোখে দেখি

সরল কর্ম্মঠ এই দানব জাতিরে।

বলা। সত্য কথা ?

দেবী। বিশ্বাস না হয় যদি, করহ পরীক্ষা।

বলা। হ্যাঁ—পরীক্ষাই লব।

ঘৃণা যদি নাহি কর দানব জাতিরে,
পার, পার তুমি বিবাহ করিতে মোরে ?

দেবী। বিবাহ !!!

বলা। চমকিতা কেন দেবী ?
কষিত কাঞ্চন সম বরণ তোমার
আমি দৈত্য, কৃষ্ণকায় কদর্য্য কুৎসিত।
বধুরূপে মোরে যদি বরমাল্য দাও—
স ত্যই বুঝিব তবে, তিলমাত্র ঘৃণা নাই
দেবীর হৃদয়ে। দেবতা বিদ্বেষবহ্নি
সে মুহূর্ত্তে হৃদি হতে নির্ব্বাপিত হবে।
পার, পার দেবী বধূ হতে মোর ?

দেবী। একি কহ, একি কহ, দৈত্য যুবরাজ !
কারে চাহ পত্নীত্বে বরিতে ?
জ্ঞান হয়, সুরাপানে ঘটিয়াছে মস্তিষ্ক-বিকার !
লুপ্ত তব চৈতন্য নিশ্চয়।

বলা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মস্তিষ্ক-বিকার বটে।
নহে কৃষ্ণকায় দানবের এত স্পর্দ্ধা হয়,
বিবাহ করিতে চায় দেবের নন্দিনী—!
শুনিতে অদ্ভুত বড়—
তাই নয় ?

দেবী। কুমার—

বলা। ক্ষণকাল আগে নির্লজ্জা মোহিণী বেশে
এসেছিলে প্রেম নিবেদিতে—
বধুরূপে চাহিনু যখনি,
অমনি প্রলাপ কথা মস্তিষ্ক বিকার—!

দেবী। সত্য কহি, ভ্রান্ত তুমি,
আমি আসি নাই কভু অন্য মূর্ত্তি লয়ে।
ভুল, মহাভুল করেছ কুমার।

বলা। স্তব্ধ হও। রাখ ছলা কলা!
এক কথা শোনো দেবী, যদি মোর
বধূ হতে পারো, স্থান পাবে দানব নগরে—
নহে এই দণ্ডে বিসর্জ্জিতা করিব তোমারে—।

দেবী। কাল-হত তুমি দৈত্য, আমি কি করিব!
বধূ হয়ে বরিব তোমায়, সে যোগ্যতা
আছে কি তোমার—?

বলা। প্রমাণ গ্রহণ কর।

দেবী। ক্ষীরোধ সাগর জলে অপেক্ষিছে
দেব নারায়ণ—
সম্মুখ সমরে তাঁরে পার পরাজিতে?

বলা। তুচ্ছ একা নারায়ণ, সঙ্গে থাকে ত্রিংশকোটী সশস্ত্র
দেবতা। সুনিশ্চিত পরাজিব সবে।

দেবী। একা যাবে, দ্বন্দ্ব যুদ্ধে!

বলা। তাই যাবো। রণযাত্রা পূর্ব্বে তুমি কর অঙ্গীকার,
পরাজিত করি তব দেব নারায়ণে
দৈত্যপুরে ফিরিব যখন—দানবেরে
পতিত্বে বরিবে?

দেবী। করি অঙ্গীকার, হে দানব,
নারায়ণে পরাজিয়া ফিরিয়া আসিলে
আমি তোমা পতিত্বে বরিব। [বলাসুরের প্রস্থান]

দেবী। নিয়তি—নিয়তি তব, আমার কি দোষ?

তবু, তবু কেন আঁখি মোর জলে ভরে আসে ?
কেন প্রাণ এত উচাটন ?   [ইন্দ্রের প্রবেশ]

ইন্দ্র। মাতা, মাতা !

দেবী। দেবরাজ, হেন নীচ ছলনায়
দানবেরে প্রতারিতে এসেছ হেথায় !
বজ্র অস্ত্র ব্যর্থ হবে জেনে,
মায়া আর তীব্র সুরা অস্ত্ররূপে
করেছ গ্রহণ ? ধিক, শত ধিক তোমা।

ইন্দ্র। হে জননী, যত ইচ্ছা তিরস্কার করিও
পশ্চাতে। ঐ আসে দৈত্যরাজ
তোমার সন্ধানে। শেষ কার্য্য বাকী আছে মাতা,
পদে ধরি করিগো মিনতি,
ক্ষণেক অদৃশ্য হও ; দেখিব দানব
কোন শক্তিবলে তোমা করে আকর্ষণ।

দেবী। কোন শক্তি নাহি জান ?
ত্রিংশকোটী দেবতারে উপেক্ষা করিয়া
যার আকর্ষণে এসেছি দানবপুরে,
দানবের সে শক্তির নাম মাতৃভক্তি।

ইন্দ্র। অন্যায় এ স্নেহ তব দানবের প্রতি।
মাতৃভক্তি নাহি কিগো দেবতার প্রাণে ?
দেবতা হইতে দানবের মাতৃভক্তি
শ্রেষ্ঠতর হ'ল !

দেবী। উত্তম, পরীক্ষা করিয়া দেখ।
ইচ্ছায় তোমার এ মুহূর্ত্তে দেবরাজ
হব অন্তর্ধ্যান।   [উভয়ের প্রস্থান]

[অপর কাজল, ছন্দক ও মহিষাসুরের প্রবেশ]

মহিষ। বিচিত্র কাহিনী তব!
চারিদিকে করিনু সন্ধান,
কোন স্থানে নাহিক জননী!
অথচ স্মরণ আছে বাক্যবদ্ধ মাতা,
স্বেচ্ছায় কথনো মোর পুরী ত্যজিবেনা।
সত্য ভঙ্গ করিবেন মাতা! না না,
অসম্ভব। সৃষ্টি যদি যায় রসাতলে,
চন্দ্র সূর্য্য লুপ্ত হয়ে যায়, তবু—তবুও
নিশ্চিত জানি, মাতৃ বাক্য হবে না বিফল।

ছন্দক। রাজা, তবে কোথা গেল মাতা?

মহিষ। মনে হয়, এ কোন কুহকীর মায়া,
হয় তো আপন স্বার্থ করিতে সাধন,
কিম্বা মোর মাতৃভক্তি
পরীক্ষা লইতে, দুর্ভেদ্য কুহক জাল করেছে
বিস্তার। তাই আমি জননীরে পাই না দেখিতে।

কাজল। রাজা—

মহিষ। যে হোক সে হোক, ভেদিব কুহক জাল।
মন্দিরে স্থাপন করি রত্ন সিংহাসন—
মাতৃ আবাহন লাগি দৈত্যকুল প্রতীক্ষিছে
অধীর আগ্রহে। কালক্ষেপ আর না করিব।
এই মোর বিজয় কার্ম্মুকে—মাতৃপদ ধ্যান
করি, মাতৃনাম করিয়া স্মরণ—
যোজন করিব এই মন্ত্র দীপ্ত শর! যে কুহকী জননীরে
রাখিল লুকায়ে—হোক সে দেবতা, নর

গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, স্বর্গে মর্ত্তে রসাতলে
যেথা কেন থাক লুক্কায়িত', মন্ত্র পুত, শরের সন্ধানে
নাগপাশ বদ্ধ করি
আকর্ষিয়া আনিব তাহারে।

[শরত্যাগ ; বৃক্ষ বিদীর্ণ হইল, তন্মধ্যে ইন্দ্র]

ইন্দ্র। দৈত্যরাজ—

মহিষ। নাগপাশ বদ্ধ দেহ কে তুমি ভাস্কর ?
শীঘ্র কহ কোথায় জননী—?

ইন্দ্র। নাহি জানি আমি—

মহিষ। নাহি জান ? তস্করে ধরেছি যদি সুনিশ্চিত
মাতারে ধরিব। অস্ত্রমুখে বন্দী তুই—
চেয়ে দেখ এবে,
এই পুষ্প মাল্য দিয়া আনিব মাতারে।
সত্য যদি মাতৃপদ ধ্যান জ্ঞান মম,
মাতার উদ্দেশ্যে এই অর্পিত মালিকা—
যেথায় থাকুন মাতা—
বায়ুস্তরে ভেসে ভেসে এই পুষ্পহার
সুনিশ্চিত জননীর কণ্ঠ লগ্ন হবে।

[মাল্য অর্পণ—মালিকা ভাসিতে ভাসিতে মেঘলোকে দেবীর গলায় পড়িল]

দেবী। দৈত্যরাজ—

মহিষ। এসেছ জননী! তোমার পূজার বলি
আনিয়াছি মাতা, মেঘলোক হতে লহ,
রক্তের অঞ্জলী— [ইন্দ্রকে অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

দেবী। কি কর, কি কর পুত্র ওযে দেবরাজ—

মহিষ। দেবরাজ! জন্ম শত্রু মোর!

দেবী। আমার আদেশ বৎস,
মুক্তি দাও এরে।

মহিষ। তোমার আদেশ! মাতৃ আজ্ঞা?
তাই হবে মাতা—।
দেবরাজ—
যাহার নিপাত লাগি যুগযুগ দানবের
শক্তি আরাধনা,
সে মহাশত্রুরে আজ মুষ্টিবদ্ধ কীটের মতন
নিষ্পেশিয়া বধিবার অপূর্ব্ব সুযোগ
স্বেচ্ছায় ত্যজিনু আজি মাতার আদেশে।
বৈজয়ন্তে নন্দন কাননে আরও কিছুদিন
ইন্দ্র, মহানন্দে করগে বিহার।
সময় হইলে পূর্ণ—রণক্ষেত্রে
অস্ত্র করে হইবে সাক্ষাৎ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ক্ষীরোদ সমুদ্রতীর।

ইন্দ্র, চন্দ্র ও পবন।

পবন। দেবরাজ, প্রভু নারায়ণ তাহলে অনন্তশয্যা ত্যাগ করেছেন?

ইন্দ্র। হ্যাঁ। বলাসুরের সঙ্গে এবার হবে তাঁর দ্বৈরথ সমর। চন্দ্রদেব, তুমি তো প্রভু নারায়ণের সেবা কচ্ছিলে; কি বোধ হল, নারায়ণ অত্যন্ত সংক্ষুব্ধ হয়েছেন?

চন্দ্র। হ্যাঁ, দেবরাজ! কস্তুরী চন্দন সঙ্গে আমিও আমার চন্দ্ররশ্মি দিয়ে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জনা কচ্ছিলুম। অকস্মাৎ মদমত্ত দানব এসে চীৎকার করে প্রভুর বিশ্রামে বিঘ্ন ঘটাল। প্রভু একবার শ্রীহস্ত তুলে ইঙ্গিতে তাকে নিবৃত্ত করতে চাইলেন, দানব শুনলনা; বরং প্রভুকে কটুক্তি করতে লাগল। বল্ল, "প্রাণভয়ে সমুদ্র জলে আশ্রয় নিয়েছ কেন? এসো, আমায় দ্বৈরথ যুদ্ধ দাও।" তখন প্রভু শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন; তাঁর লোচন প্রান্তে বালার্ক কিরণের ন্যায় অগ্নি শিখা দীপ্যমান হল। তিনি যুদ্ধার্থে অসুরের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন।

ইন্দ্র। সংক্ষুব্ধ নারায়ণের সঙ্গে যুদ্ধ। এবার দানবের পরিত্রাণ নাই, মৃত্যু তার সুনিশ্চিত।

পবন। ঐ দেখুন, তাকিয়ে দেখুন দেবরাজ, কি ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে!

চন্দ্র। তেত্রিশ কোটী দেবতার সঙ্গে যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর কুল আকাশ পটে

এসে দাঁড়িয়েছে মহাযুদ্ধ দেখতে। সপ্তর্ষিমণ্ডল স্তব্ধ নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে যুদ্ধক্ষেত্রের পানে।

ইন্দ্র। দেখ, দেখ, মদমত্ত বলাসুর নারায়ণকে লক্ষ্য করে পাশ, ভল্ল, চক্র প্রভৃতি তীক্ষ্ণাস্ত্র নিক্ষেপ কর্চ্ছে। অথচ কি বিচিত্র! নারায়ণের শ্রীঅঙ্গে লেগে দানবের সব অস্ত্র ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। ঐ, ঐ যে দৈত্য রথ হতে লাফিয়ে পড়ল! মল্লযুদ্ধ···এবার দু'জনে মল্ল যুদ্ধ আরম্ভ হবে বুঝি।

চন্দ্র। আশ্চর্য্য! দানবের একি অপূর্ব্ব বিক্রম, নারায়ণের সঙ্গে মল্ল-যুদ্ধে সাহসী হল! প্রাণে ওর এতটুকু ভয় নাই! জীবনের মায়া নাই!

ইন্দ্র। হোক দানব যত বিক্রমশালী, সাধ্য কি, নারায়ণের সঙ্গে যুদ্ধে টিকে থাকবে। পতঙ্গের দেহে পালক ওঠে শুধু আগুণে ঝাঁপ দিতে; আগুণে পুড়ে মরতে।

চন্দ্র। ঐ, ঐযে নারায়ণ দানবকে প্রচণ্ড তেজে প্রতি-আক্রমণ করেছেন।

ইন্দ্র। আক্রমণ করেছেন?

পবন। দানব সে আক্রমণ রোধ করতে পার্চ্ছে না। ঐ, ঐ দানব ভূমিশায়ী হল।

ইন্দ্র। দানব ভূমিশায়ী! দানব তবে নিহত!

চন্দ্র। কিন্তু নারায়ণ ওকি কর্চ্ছেন? দানবের বুকে পদ্মহস্ত বুলিয়ে দিচ্ছেন কেন! না, না, ওতো নিহত হয়নি।

ইন্দ্র। নিহত হয়নি! তাইতো, আবার ওঠে দাঁড়াল! কি আশ্চর্য্য! নারায়ণ কি ওকে পুনর্জ্জীবন দান করলেন? কিছুই তো বুঝতে পাচ্ছিনা।

চন্দ্র। ওই যে উভয়ে এই দিকেই আসছেন দেবরাজ?

ইন্দ্র। এই দিকে আসছেন। আর তবে এখানে নয়। আসুন, আমরা অন্তরালে যাই। [প্রস্থান]

[অপর দিক হইতে নারায়ণ ও বলাসুরের প্রবেশ]

নারা। বলাসুর! বলাসুর!

বলা। ধিক্, ধিক্ মোর লাঞ্ছিত জীবন;
রণস্থলে পরাজয় করিনু বরণ!
নারায়ণ, মৃত্যু এসেছিল মোরে
আশীর্ব্বাদ করিতে যতনে। কি কারণ—
পরাজিত অরাতিরে তুমি বিদ্রূপ করিলে হেন
প্রাণ ফিরে দিয়ে?

নারা। মৃত্যু তো আসেনি বীর, সম্মোহিত, মূর্চ্ছাগ্রস্ত
হয়েছিলে শুধু। তাই আমি পরিচর্য্যা করি—
বিলুপ্ত চেতনা তব এনেছি ফিরায়ে।

বলা। নারায়ণ!

নারা। কহ বীরবর, কেন এই রণসাধ তব?
আমি তো দেখিনি কভু বৈরীভাবে তোমা;
বিন্দুমাত্র তোমা সনে নাহিক বিবাদ!
তবে কি কারণ নারায়ণে করেছিলে রণে আবাহন—?

বলা। কেন? নাহিক স্মরণ মোর—
বিস্মৃতির ধূমজালে আচ্ছাদিত চৈতন্য আমার।
সত্য—সত্য কথা বলিয়াছ তুমি নারায়ণ—?
তোমা সনে কেন মোর রণ অভিলাষ?

নারা। বলাসুর—

বলা। শ্যামল শ্রীঅঙ্গে খেলে চকিত বিজলী—,
ওষ্ঠপুটে মৃদু মধু হাস, ইন্দীবর অভিরাম

নয়নের কোণে বহিতেছে বিশ্বপ্রীতি অমিয় নির্ঝর।
হেন অনুপম রূপ দেখিনি কখনো।
করুণার এই দিব্য মূর্ত্তি আবির্ভাবে
দ্বৈরথ সমর হেতু করিনু আহবান—!

নারা। বলাসুর, ভাল করে ভেবে দেখ মনে,
হেন মূর্ত্তি পূর্ব্বে কভু দেখনি নয়নে ?

বলা। হেন মূর্ত্তি ! না, না, কখনো দেখিনি !

নারা। পূর্ব্বকথা আমি কহি, শুন বীরবর,
তীব্র সুরা স্পর্শে তব হয়েছিল চৈতন্য বিকল,
তাই কিছু না আসে স্মরণে—

বলা। সুরা ?

নারা। হ্যাঁ, মায়া কন্যা এনেছিল সুরা—!

বলা। হ্যাঁ ! হ্যাঁ ! চকিত বিজলী সম জাগিছে স্মরণে,
সুরাপান করেছিনু আমি—।

নারা। সেই সুরা স্রোতে চৈতন্যরূপিণী মাতা বিসর্জ্জিতা
এবে তব বিস্মৃতি সাগরে।

বলা। চৈতন্য রূপিণী মাতা !

নারা। ভেবে দেখ মনে !
অতসী কুসুম প্রভা,
সুচিক্কণ তনু দেহ শরতের রৌদ্র ঝলমল,
পৃষ্ঠে মুক্ত কুন্তল প্রবাহ
কৃষ্ণ কালো স্রোত হতে রহস্য আকুল !
ওষ্ঠপুটে স্থির সৌদামিনী যেন—

বলা। রহ, রহ, পড়িছে স্মরণে মোর,
পড়িছে স্মরণে ! অপূর্ব্ব সে মাতৃমূর্ত্তি

দেখেছি নয়নে। কিন্তু কোথা, কোথা দেখিয়াছি ?

মায়া। দেখিয়াছ দৈত্যপুরে—।

বলা। দৈত্যপুরে !

মায়া। হ্যাঁ, কাজল ছন্দক গৃহে।

বলা কাজল, ছন্দক !

নারা। হুঁা, হুঁা, দৈত্যরাজ সে মাতার লাগি
করেছেন অপরূপ মন্দির নির্ম্মাণ।
সে মন্দিরে মাতৃপদ অর্চ্চিবেন তিনি।

বলা। সত্য, সত্য।
আম গিয়াছিনু—
জননীরে বরণ করিতে।
বরণ করিতে গিয়ে···কি হল আমার ?

নারা। সুরা স্পর্শে চৈতন্য হারায়ে
সেই জননীরে তুমি—

বলা। চৈতন্য হারায়ে, সেই জননীরে আমি
বধুরূপে···ওঃ নারায়ণ, নারায়ণ, সব কথা
এইবার হয়েছে স্মরণ! ছিঃ ছিঃ অন্ধ পশু সম
পাপ জিহ্বা মোর কি দারুণ মর্ম্মঘাতী বাণী
করিয়াছে উচ্চারণ মাতার সম্মুখে। সে কথা
আপন কর্ণে শুনিবার আগে বিগলিত লাক্ষা স্রোত
করিল না বধির আমারে! পাপ জিহবা সে মুহূর্ত্তে
নাহি হল নিশ্চল পাষাণ!

নারা। যা হবার হয়ে গেছে, অনুতপ্ত তুমি ;
অনুতাপ অশ্রুজলে সর্ব্বগ্লানি ধৌত হয়ে গেছে।
এবে চলো আমার সংহতি, জননীর মাগিতে মার্জ্জনা।

বলা। জননীর কাছে যাবো ? না, না এই পাপমূর্ত্তি লয়ে
মাতার সম্মুখে আর দাঁড়াতে নারিব।
চলো নারায়ণ, চলো পুনঃ সমর অঙ্গনে।

নারা। সমর অঙ্গণে !

বলা। রণস্থলে তব অস্ত্রে লভিয়া মরণ
হয়তো বা প্রায়শ্চিত্ত হইবে কিঞ্চিৎ।
মোর তপ্ত রক্তধারে জননীর পাদপদ্ম ধৌত করিয়া দিয়া
অন্তরের অগ্নিজ্বালা হইবে নির্ব্বান।
কালক্ষেপ নহে আর, এসো নারায়ণ।

নারা। না, না বলাসুর, ত্যজ এই অকারণ
মৃত্যু অভিলাষ।

বলা। অকারণ মৃত্যু অভিলাষ।
কি বলিছ তুমি নারায়ণ ?
কামে অন্ধ পশু সম জননীর অমর্য্যাদা করি
এই দেহে রাখিব জীবন ? মৃত্যু, মৃত্যু ভিন্ন
গতি নাই ; মৃত্যু আজ একমাত্র আশ্রয় আমার।

নারা। বলাসুর, মহাপ্রাণ শাপভ্রষ্ট দেব শিশু তুমি।
ভাবিয়া না পাই, কোন প্রাণে তব অঙ্গে
অস্ত্রাঘাত করিব আজিকে।

বলা। সাধ ছিল, তব করে মৃত্যু অন্তে বৈকুণ্ঠ লভিব।
বাঞ্ছা মম পুরাইতে না পার যদ্যপি—
শুন তবে নারায়ণ, প্রতিজ্ঞা আমার,
অভিশপ্তএ জীবন রাখিব না কভু।
তুমি যদি রণে মৃত্যু দিতে অপারগ
এই দেখ তবে, নিজ বক্ষ বিদ্ধ করি শাণিত ছুরিকা,

কেমনে জীবন দিই হাসিতে হাসিতে।

নারা। না, না আত্মহত্যা মহাপাপ করো না সাধন।
চল বীর, আমি তোমা দানিব সমর।

বলা। দিবে? দিবে রণ নারায়ণ?
বাঞ্ছা মোর করিবে পূরণ?

নারা। করিব পূরণ—। রণ যাত্রা পূর্ব্বে তোমা
এক প্রশ্ন সুধাই ধীমান;
জীবনের কোন সাধ অপূর্ণ আছে কি?
কোন বর চাহ মোর কাছে?

বলা। এক বর, মৃত্যুরে শিয়রে রাখি, একবর চাহি
নারায়ণ, যবে আমি রণস্থলে লভিব শয়ন,
মোর ছিন্ন মুণ্ড লয়ে—দিও তুমি জননীর চরণে অঞ্জলী।
তৃপ্ত হবে আত্মা মোর
জননীরে সে অর্ঘ্য দানিলে।

নারা। বলাসুর, বলাসুর।

বলা। একি নারায়ণ, ইন্দিবর আঁখিকোণে কেন জল ধারা?
না-না নহে অশ্রু—
বল নারায়ণ, এই শেষ অভিলাষ করিবে পূরণ?
মাতৃপদে মুণ্ড মোর করিবে প্রদান?

নারা। উত্তম, তাই হবে, চল বীর, করিলাম পণ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[নব নির্ম্মিত দেবী মন্দির। মহিষাসুর ও দেবী]

মহিষ। এই হের জননী আমার,
তব লাগি বিনির্ম্মিত নূতন মন্দির।

এ মন্দিরে অধিষ্ঠাত্রী মহাদেবী তুমি।
এস মাতা, বসাইয়া স্বর্ণ সিংহাসনে
গন্ধোদক পুষ্পদলে পূজিব ও রাতুল চরণ।

দেবী। দৈত্যরাজ, দৈত্যরাজ!

মহিষ। একি মাতা, আজ তুমি কি কারণ এমন চঞ্চল?
বিমনা কি হেতু এত কহ গো জননী?

দেবী। বিমনা? চঞ্চল হয়েছি আমি! দৈত্যরাজ?
কহ সত্য, মোরে লয়ে এ মন্দিরে আসিতে আসিতে
অকস্মাৎ কেন তুমি আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলে?

মহিষ। দেখেছিনু স্বপ্ন বুঝি। যেন মনে হল,
কোথায় ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে।
কিশোর বালক এক, প্রতি যোদ্ধা নীলকান্ত অপূর্ব্ব পুরুষ।
সেই নীলকান্ত যোদ্ধা বালকেরে যতবার করে অস্ত্রাঘাত
মনে হল, প্রতিটী আঘাত তার লাগে মোর গায়ে।
বক্ষে, স্কন্ধে, বাহুমূলে, শেষে মর্ম্মস্থলে—
তীক্ষ্ণ অস্ত্র আসিয়া বিঁধিল। যাতনায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিনু।

দেবী। দৈত্যরাজ, দৈত্যরাজ!

মহিষ। স্বপ্ন! জাগ্রতে দেখেছি স্বপ্ন
তার লাগি কেন মাগো, তুমি বিচঞ্চল?
এসো, বসো এই স্বর্ণ সিংহাসনে।

দেবী। সিংহাসনে বসাবে আমারে!
এ অপূর্ব্ব সুবর্ণ মন্দির, মোর তরে করেছ নির্ম্মান?

মহিষ। তোমারি কারণ মাতা,—

দেবী। মাতা! মাতা আমি!
কিন্তু হায় জানিতে যদ্যপি—মাতা হয়ে

সন্তানেরে কি আঘাত হেনেছি আজিকে,—
এই দান বিনিময়ে কি দক্ষিণা করিনু গ্রহণ,

মহিষ। কি—কি দক্ষিণা মাতা!

দেবী। ঐ, ঐ হেরি দিব্যচক্ষে সে মহা সমর।
ঐ তার অস্ত্র! বিদ্ধ রক্ত সিক্ত দেহ!
না, না, ওরে মোর অভিমানী অবোধ সন্তান,—
কার পরে অভিমান করিস্ বালক?
মাতা কি কখনো সন্তানের পরে বিরূপ হইতে পারে?
সত্য বলি, আমি তোরে করিয়াছি ক্ষমা,—
ফিরে আয়, ফিরে আয়, মাতৃবক্ষে শিশু।

মহিষ। মাতা, মাতা, একি কহ প্রলাপ বচন—
কে কোথায়, কারে করো আকুল আহ্বান?

দেবী। সত্য, কে কোথায়? কে শুনিবে এই মোর
আকুল আহ্বান! নিয়তি···নিয়তি রোধিবে হেন
শক্তি আছে কার?
দৈত্যরাজ, লব আমি তোমার অর্চ্চনা—;
বসিব ও সিংহাসনে; তার পূর্ব্বে আমার স্বরূপ কিবা
বুঝ একবার। ডাকো তব মহিষীরে—
দুইজনে মিলি পুষ্প অর্ঘ্যে দাও মোরে দানের দক্ষিণা।

মহিষ। অজা, রাণী অজা, গন্ধ পুষ্প লয়ে এসো ত্বরা—

[পুষ্প পাত্রসহ রাণীর প্রবেশ]

ধরো রাণী, মোর সনে যুক্তকরে কুসুম অঞ্জলী—
এই পুষ্পাঞ্জলি সনে এসো দোহে—মন্ত্রপাঠ করি সমস্বরে—
হে জননী—শক্তি স্বরূপিণী—
যে দক্ষিণা বাঞ্ছা তব করহ গ্রহণ—।

অজা। মহারাজ—মহারাজ,

মহিষ। একি রাণী, কম্পিতা কি হেতু?

ছি ছি এখনো সংশয় তব? নাহি পড়ে মনে,

করিয়াছ নিজে তুমি পণ, পতির ইচ্ছায় কভু বাধা নাহি দিবে—?

অজা। করিয়াছি পণ, বাধা কভু নাহি দিব।

ইষ্ট বলি মানিব দেবীরে,

কিন্তু মহারাজ, মন্ত্র তবু উচ্চারিতে নারি,

শ্বাস মোর রুদ্ধ হয়ে আসে।

মহিষ। ধিক রাণী, দুর্ব্বলতা কর পরিহার,

আমি স্বামী—করিতেছি আদেশ তোমারে।

ধর যুক্ত পুষ্পাঞ্জলী, দেখিছ না বিশ্বমাতা আছে

প্রতীক্ষায়। বল, বল এবে মাতৃপুজা মহামন্ত্র বল

উভয়ে। হে জননী শক্তি-স্বরূপিণী—

যে দক্ষিণা বাঞ্ছা তব করহ গ্রহণ—

[উভয়ের যুক্ত করে বলাসুরের ছিন্নমুণ্ড আসিয়া পড়িল।]

মহিষ। একি। পুষ্প অর্ঘে, শূন্য হতে কি এসে পড়িল?

একি, ছিন্ন মুণ্ড। কার?

অজা। মহারাজ! মহারাজ! আমার সন্তান।

বলাসুর—বলাসুরে নিয়েছে রাক্ষসী!

[কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িলেন; চীৎকার শুনিয়া চিক্ষুর ও সেনানায়ক-
গণের ছুটিয়া প্রবেশ।]

মহিষ। বলাসুর! বলাসুর! [উঠিয়া]

এই তব দক্ষিণা গ্রহণ?

দানবের বুকে তুমি জ্বালিয়াছ পুত্র শোক চিতার অনল?

একমাত্র বংশধর, জীবনের একক সম্বল—

তার ছিন্ন মুণ্ড তব দক্ষিণার ফুল।

দেবী। দৈত্যরাজ!

মহিষ। জানি, জানি আমি মৃত্যুরূপা, এতক্ষণে জেনেছি অন্তরে,

আরও ছিন্ন মুণ্ড নেবে।

এসেছ দানবপুরে—

লক্ষকোটী দানবের ছিন্নমুণ্ড গলায় দোলায়ে

তাথিয়া তাথিয়া থিয়া প্রলয় নাচিতে—।

চিক্ষুর!

চিক্ষুর। মহারাজ—

মহিষ। সিংহাসনে বসাইতে আমন্ত্রণ করেছি দেবীরে।

হ্যাঁ, সিংহাসনে বসাব নিশ্চয়।

ওই সিংহাসন নয়, ওর তরে মন্দির

প্রাঙ্গণে রচ—স্বর্ণ-অগ্নি সিংহাসন—।

[ছুটিয়া কাজল ও ছন্দকের প্রবেশ]

উভয়ে। রাজা—রাজা—

মহিষ। যাও, বিলম্ব কি হেতু?

অগ্নি মাঝে প্রদান আহুতি

ছন্দক। রাজা, জননীরে অগ্নি মাঝে দিওনা আহুতি—।

তোমার প্রসাদে—মার স্থান নাহি হয়,

আছে এই রাখালের পাতার কুটীরে,

সেথা মায়ে নিয়ে যাব, আসিব না আর।

ধরি পায় দিওনা আহুতি!

দেবী। কাজল, ছন্দক—

উভয়ে। মা—মাগো—　　　　[দেবীর হাত ধরিল]

দেবী। ছিঃ, অশ্রু নয়, এসো সাথে,

অগ্নি রথে তোমা দোঁহে বসাবে আমারে।
চল দৈত্য, কোথা যেতে হবে। [প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

আকাশ পথ। ঋত্বিকের গান।

জননী চলিয়া যায়, জননী চলিয়া যায়।
আঁধার সায়রে ডুবিল বুঝিরে সোনার প্রতিমা হায়।
কাঁদে ক্ষিতি তল শরত শিশিরে
কাঁদিছে গগনে তারা,
মৌন তাপস মহাকাল নিজে
কাঁদিয়া পাগল পারা।
কোথায় জননী, জননী কোথায়
নিখিল বিশ্ব সুধায়॥

চতুর্থ দৃশ্য

দৈত্যপুরী। মহিষাসুরের সম্মুখে পাত্রে রক্ষিত
বলাসুরের ছিন্নমুণ্ড।

মহিষ। বলাসুর—বলাসুর!
পিপাসিত পিতৃহিয়া কাঁদিয়া আকুল,
মাতা তোর বিলুণ্ঠিতা ভূমি শয্যাপরে;
একবার, শুধু একবার আয়পুত্র; মূর্ত্তিধরি
নয়ন সম্মুখে। চেয়ে দেখ, অদূর প্রাঙ্গণে
জ্বলিতেছে দাউ দাউ চিতার অনল,

সে চিতা অনলে পুত্রঘাতী মায়াবিনী
দগ্ধীভূত ; হল 'প্রতিশোধ, দানবীর প্রতিশোধ
লয়েছি কুমার। ওরে বল, একবার দিয়ে বল,
তৃপ্তি কি হয়েছে তোর অতৃপ্ত আত্মার।

[ছায়া মূর্ত্তি বলাসুরের আবির্ভাব]

বলা। না—
মহিষ। না। কেন পুত্র? আমি তারে শাস্তি দানিয়াছি।
বলা। না, পার নাই তুমি।
মহিষ। হ্যাঁ, হ্যাঁ সত্য বলি,
চিতানলে তারে আমি দগ্ধ করিয়াছি,
ভস্ম করিয়াছি।
বলা। দগ্ধ সে হয় না পিতা, ভস্ম নাহি হয়।
মহিষ। বলাসুর—
বলা। সে যে দানবের মৃত্যুরূপা।
মহিষ। মৃত্যুরূপা?
বলা। মৃত্যু তারে স্পর্শিতে না পারে।
মহিষ। স্পর্শিতে না পারে।
বলা। অজর। অমর সে যে
মহিষ। অজর! অমর!
বলা। আদ্যাশক্তি, মহাকালী—
মহিষ। মহাকালী—
বলা। দানব নাশিনী—
মহিষ। দানব নাশিনী—!
বলা। দশভূজা, সিংহারূঢ়া। মহিষমর্দ্দিনী।

(ছায়ামূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান)

মহিষ। মহিষ মর্দ্দিনী—,মহিষ মর্দ্দিনী—

হাঃ হাঃ হাঃ কোথায় সে মহিষ মর্দ্দিনী ?

এই মোর কর ধৃত শাণিত খড়্গোতে—

একি ! কোথা বলাসুর, কোথা বা সে দেবীমূর্ত্তি !

স্বপ্ন কর্ণে শুনিনু কি কথা ?

[চিক্ষুরের প্রবেশ]

চিক্ষুর। মহারাজ—

মহিষ। কে ! আসিয়াছ সেনাপতি।

কি সাবাদ তব ? চিতানলে

মায়াবিনী দগ্ধ হইয়াছে !

চিক্ষুর। শুন প্রভু ! বিচিত্র সংবাদ।

যে মুহূর্ত্তে চিতানলে অর্পিলাম তারে

অমনি সে হল অন্তর্ধ্যান।

মহিষ। অন্তর্ধ্যান হল ! অগ্নিকুণ্ড তেয়াগিয়া

পলায়ন করেছে মায়াবী ?

চিক্ষুর। না সম্রাট। লক্ষ লক্ষ দানব প্রহরী

অস্ত্র করে অগ্নিকুণ্ড বেষ্টিয়া দাঁড়ান

কি সাধ্য সে করে পলায়ন ?

মহিষ। তবে ?

চিক্ষুর। অপূর্ব্ব ঘটন !

অগ্নি মধ্যে মায়াবিনী হল অন্তর্হিতা ;

অমনি সে চিতানল শত গুণ তেজে দাউ দাউ

জ্বলিয়া উঠিল। ভেদিয়া পাতাল পৃথ্বি,

গগন মণ্ডলে লক্ষ কোটী দীপ্তশিখা মুহূর্ত্তে ছাইল।

মহিষ। স্বর্গপানে ধাবমানা লক্ষ কোটী শিখা !

তারপর ? তারপর কি হল সেনানী ?
দেবকুল অগ্নি হেরি কি করিল শেষে ?

চিক্ষুর। ভয় ত্রস্ত দেবগণ ছুটে চারিভিতে
দেবাঙ্গনা উচ্চরোলে কাঁদিয়া উঠিল
জ্বলে গেল, স্বর্গপুরী জ্বলে গেল বুঝি
চারিদিকে ওঠে শুধু রোদনের ধ্বনি।

মহিষ। হাঃ হাঃ হাঃ অতঃপর কি ঘটিল বীর।

চিক্ষুর। ছুটে এল দেবরাজ মেঘদলে করিল আদেশ,
প্রচণ্ড বর্ষণে অগ্নি কর নির্ব্বাপিত,
শূন্য হতে বৃষ্টি ঝরে অজস্র ধারায়,
সে বর্ষণে তুচ্ছ করি অগ্নি পুনঃ ধেয়ে চলে
প্রচণ্ড শিখায়।

মহিষ। আনন্দ সংবাদ দৈত্য, আনন্দ সংবাদ!
পুরস্কার লহ রত্নহার।

চিক্ষুর। পুরস্কার নহে প্রভু, আসি নাই দানিবারে—
আনন্দসংবাদ। শুন প্রভু, যা ঘটিল শেষে।
ভয়াকুল দেবগণ নারায়ণে লইল শরণ।
নারায়ণ অগ্নিপানে চাহিয়া ক্ষণেক,
আদেশিল দেবতা মণ্ডলে,
অগ্নিশিখা নিজ নিজ দেহে সবে কর আবাহন।

মহিষ। সে কি!

চিক্ষুর। সত্য কহি দৈত্যরাজ, কহে নারায়ণ;
ঐ অগ্নি শক্তি স্বরূপিণী, শীঘ্র কর বন্দনা উহার।
তখন দেবতাকুল "আগচ্ছ ভবান্" বলি অগ্নিশিখা করিল
আহবান। দেখিতে দেখিতে একে একে শিখা সব

নির্ব্বাপিত হল, সেই সঙ্গে দেবগণ জ্যোতির্ম্ময় লাবণ্য লভিল।

মহিষ। আগচ্ছ ভবান্, আগচ্ছ ভবান বলি—
শক্তিরূপা অগ্নি শিখা বরণ করিল!
সেই শক্তি পেয়ে দেবগণ আজি জ্যোতির্ম্ময়!
উত্তম! উত্তম!
অলস, বিলাসমত্ত ভীরু দেবতারে
প্রতিজোদ্ধা জ্ঞান করা থাকুক সে দূরে,
এতকাল মনে প্রাণে ঘৃণা করিয়াছি।
মহাশক্তি আজ যদি দেবের সহায়—
এতদিনে, এতদিনে হয়েছে সময়।
যাও সেনাপতি তুমি
তূর্য্যনাদে এ মুহূর্ত্তে করহে ঘোষণা—
স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করিবে দানব।
দণ্ডধারী যমসহ, বজ্রধর আসুক বাসব,
মহাচক্রী নারায়ণ, সঙ্গে তার শূলী শম্ভু
আসুক আপনি, দেখিব —দেখিব তবু—
পুত্রহারা দানবের রোষ বহ্নি হতে—
কার সাধ্য দেবকূলে রক্ষা করে আজি—।
যাও, শীঘ্র যাও, দামামা বাজাও দৈত্য—
দামামা বাজাও—।

[তূর্য্য, দামামা ধ্বনি]

পঞ্চম দৃশ্য

কৈলাস শিখর—নারায়ণ, ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ।

ইন্দ্র। নারায়ণ, নারায়ণ!

নারা। কি করিব, কি করিব আমি পুরন্দর,
পরাজিত নিজে আমি দানব বিক্রমে।
ইন্দ্র। প্রভু!
নারা। বধিয়াছি কত দৈত্য যুগে যুগে
ত্রিলোক উদ্ধারে।
বিশ্বরূপ করিয়া ধারণ নাসারন্ধ্রে
মহা ঝড় করেছি সৃজন;
সে ভীম গর্জ্জনে কত কোটী সূর্য্য শশী
সম্বিৎ হারাল। কিন্তু কহি দেবরাজ,
মহিষাসুরের মত বিরাট শকতি
ইতঃপূর্ব্বে দেখিনি কখনো।
কালচক্র হতে যার গতি দুর্নিবার,
সেই মোর সুদর্শন ব্যর্থ হল দানব বিক্রমে!
ইন্দ্র। প্রভু, উপায় কি তবে?
তোমার আদেশে শক্তিরূপা অগ্নিশিখা
করিনু বরণ। সে অগ্নি পরশে
লক্ষগুণ তেজদীপ্ত হইল দেবতা।
তবু···তবু হেন পরাভব দানব নিকটে!
নারা। মনে হয় কাল পূর্ণ হয়নি এখনো।
সে কারণ, মহাশক্তি লভি
তবুও বিদ্ধস্ত আজি দেবের পৌরুষ।
ইন্দ্র। স্বর্গহারা হতে হবে তবে?
নারা। কি করিবে দেবরাজ? বহু যুগ
কাটায়েছ আলস্য বিলাসে,
সুখ স্বর্গধামে রহি মরজীবে বহু যুগ

নির্য্যাতন পীড়ন করেছ। দুঃখের অনলে দহি
এবে তার প্রায়শ্চিত্ত হইল আরম্ভ।
রণজয় অসম্ভব গণি,
স্বর্গ হারা হবে সুনিশ্চিত।

ইন্দ্র। ওকি! ওকি ঘোর রব!
হের, হের নারায়ণ, দৈত্যসেনা ভীমরোলে
এই দিকে ধায়! পুরোভাগে অস্ত্র করে মহিষ অসুর!

নারা। রণে পরাজিত হয়ে—
শঙ্করের লয়েছি আশ্রয়···হে অনুমান করি
আসে দৈত্য কৈলাস শিখরে।

ইন্দ্র। চল প্রভু, দেবদেব মহাদেবে
সুপ্রসন্ন করি; নিয়োজিত করি তাঁরে দানব সংহারে।

নারা। উত্তম—
এসো তবে, অসুর দমন হেতু
শেষ চেষ্টা করি পুরন্দর।

[সকলের প্রস্থান।]

(অপর দিক হইতে সসৈন্যে মহিষাসুরের প্রবেশ)

চিক্ষুর। ঐ, ঐ হের দানব সম্রাট, অনুমান সত্য কিনা মোর!
নিজে নারায়ণ সহ ইন্দ্র আদি দেবতা মণ্ডল—
ঐ হের কৈলাস শিখরে।

মহিষ। বরুণের পাশ অস্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেছে, যমদণ্ড হয়েছে নিশ্চল,
বজ্রহতে নির্ব্বাপিত অনলের শিখা,
সুদর্শন ভীতস্তব্ধ নারায়ণ করে,—
এবার এসেছে তাই বীরেন্দ্র মণ্ডলি—

ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিহিত সিদ্ধিদাতা মহেশের কাছে।
হাঃ হাঃ হাঃ।

চিক্ষুর। সম্রাট!

মহিষ। হের, হের, দৈত্যগণ!
অর্দ্ধ নিমিলিত নেত্র ব্যোমকেশ বসিয়া অদূরে,
জ্ঞান হয়, ভাঙ্গ খেয়ে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
দেখ কিবা অপূর্ব্ব মূরতি!
জটামাঝে কলনাদি জাহ্নবীর ধারা—
তারপরে আধোচন্দ্র ঈষৎ বঙ্কিম,
সুগন্ধি কুসুম নহে, কর্ণমূলে পরিয়াছে ধুতুরার ফুল—
রত্নমালা জোটে নাই, তাই গলে নাগহার
দোলে! কস্তুরী কুম্‌কুম্‌ সম ভস্ম মাখে গায়,
রথ অশ্ব কোথা পাবে—
তাই দিব্য বলদ বাহন!
এহেন উন্মাদ দেব দিগম্বর ভোলা—
তারই পায়ে দেবগণ অবশেষে লয়েছে আশ্রয়!
ঐ, ঐ বুঝি ভাঙ্গ খোর নয়ন মেলিল,
আশ্রিত দেবতাগণে রক্ষা করিবারে ঐ বুঝি উঠিয়া দাঁড়াল!
দৈত্যগণ, মহানন্দে কর কোলাহল,
ভোলার বান্ধব যত ভূত প্রেতগণে—
যেথা পাও কর আক্রমণ।
ধ্বংস করো ভাঙ্গড়ের কৈলাস শিখর।
আমি আসিতেছি শঙ্কর দমন হেতু—
নব অস্ত্র লয়ে।　　　[প্রস্থান]

চিক্ষুর। দৈত্যগণ, সম্রাটের শুনিলে আদেশ?

যাও, পর্ব্বত শিখরে ওঠো, লণ্ড ভণ্ড করে দাও
ভাঙ্গড়ের দেশ।

[দৈত্যগণ জয়ধ্বনি করিয়া পর্ব্বত শিখরে উঠিল]

দৈত্যগণ। জয় দৈত্যশ্বর মহিষাসুরের জয়।

[শিবের প্রবেশ]

শিব। কে—কে রে দৈত্য দুর্ব্বিনীত ধ্যানভঙ্গ করিলি ভোলার !
নিবাত নিষ্কম্প এই যোগমগ্ন কৈলাস ভূধরে
বায়ু প্রবেশিতে ডরে, কাল স্রোত ভয় ত্রস্ত নীরব নিশ্চল,
কি সাহসে মরজীব প্রবেশিলি
সে মহা কৈলাসে ! হিত যদি চাস, ফিরে যা—
ফিরে যা ত্বরা গিরি তেয়াগিয়া ; নহে সুনিশ্চিত
ধ্বংস হবি শিব কোপানলে।

চিক্ষুর। কি দেখ দাঁড়ায়ে সবে দানব সেনানী ?
নারায়ণ, দেবরাজে বিমুখিয়া রণে
এবে সবে ফিরে যাবে ভাঙ্গড়ের প্রমত্ত শাসনে ?
যাও, এক যোগে কর আক্রমণ

শিব। আক্রমিবি ভোলানাথে ?
আরে মরজীব, জান না কি হলে প্রয়োজন,
ভোলানাথ শিব হয় কালান্তক দুরন্ত ভৈরব।
এই দেখ, এই দেখ মূঢ়,
ললাট চন্দ্রিমা তার জটাজালে
কেমনে লুকায়, তৃতীয় নয়ন হতে—
ধক্ ধক্ জ্বলে ওঠে বিশ্বংসী প্রলয় অনল।

ধ্বংস—ধ্বংস—

[শিব নেত্র হইতে অগ্নি নির্গত হইল।
দানবগণ তাহাতে জ্বলিয়া উঠিল]

[ছুটিয়া মহিষাসুরের প্রবেশ]

মহিষ। কৈ—কোথা ভোলানাথ!
মহিষ অসুর নাহি ডরে নেত্রানলে
সাধ্য থাকে, ধ্বংস করো, ধ্বংস করো মোরে।

[নেত্রানল নির্ব্বাপিত হইল]

শিব। একি! নির্ব্বাপিত বিশ্বনাশা প্রলয় অনল!
পরাজিত আমি ভোলানাথ!
বল্ দৈত্য, কোন্ অস্ত্রে সম্মোহিত,
পরাজিত করিলি আমারে?

মহিষ। হাঃ হাঃ হাঃ! অস্ত্র! ভাঙ্গড় উন্মাদ শিব,
তোমা পরাজিতে অন্য অস্ত্র কি ধরিব?
ফেলিয়া দিয়াছি শুধু তোমারি উদ্দেশে
এই মত গোটাকত বেলপাতা—বেলপাতা শুধু।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

স্বর্গে মহিষাসুরের সভা—বন্দিনীদের গান

অমরাবতীর বন্দনা লহ, দেবতা জয়ী বীর;
তব অভিষেকে কুম্ভে ভরেছি স্বর্গ গঙ্গা নীর।
ত্রিভুবন তব বিক্রমে কাঁপে, কম্পিত শশী সূর্য্য,
ভূলোক দ্যুলোক, গোলোক ঘিরিয়া বাজে তব জয় তূর্য্য।
তুমি মহীয়ান, নবভগবান, চির উন্নত শির।

মহিষাসুর। বন্দিনী দেব কন্যাদের বন্দনা গান! এতদিন ঐ কণ্ঠ স্বর্গেশ্বর ইন্দ্রের জয়ধ্বনি করে এসেছে; আজ নূতন স্বর্গেশ্বর মহিষাসুরের বন্দনা কত্তে, ওদের কণ্ঠ কিন্তু এতটুকু কাঁপেনি চিক্ষুর! আমি ভেবেছিলুম, যুগে যুগে দেবদেবীরা ত্রিলোকের স্তব স্তুতিই শুনতে অভ্যস্ত; ওরা যে প্রয়োজন হলে, এমন স্তুতিগান করতে পারে, তা কিন্তু সত্যই আগে কল্পনা করিনি!

চিক্ষুর। সম্রাট!

মহিষ। কিন্তু না, অসহায়া বন্দিনীদের কণ্ঠে এ আত্মস্তুতিগান আমার ভাল লাগছে না চিক্ষুর। আমি ত্রিলোক বিজয়ী মহিষাসুর, ভূতপূর্ব্ব ত্রিলোক পালক দেবতাদের কণ্ঠের স্তব গান শুনতে আমি পরম আগ্রহে প্রতিক্ষা কর্ছি।

[চিক্ষুর ইঙ্গিত করিতে দেবকন্যাদের প্রস্থান]

চিক্ষুর। বন্দী দেবগণ—

[বন্দী দেবতাদের লইয়া রক্ষীর প্রবেশ]

চিক্ষুর। সম্রাটকে অভিবাদন করো বন্দী—

পবন। আমরা দেবতা; ত্রিজগতের প্রণম্য। একমাত্র দেবরাজইন্দ্র ব্যতীত সম্রাটরূপে কাকেও অভিবাদন করি না।

মহিষ। হুঁ! চিক্ষুর, এই সব প্রণম্য দেবতাদের সেই প্রণম্য সম্রাট ইন্দ্র এখন কোথায়?

চিক্ষুর। দানবের সঙ্গে মহাযুদ্ধে পরাজিত হয়ে নির্ব্বিষ ভূজঙ্গের মত ফণা নুইয়ে স্বর্গ হতে পলায়ন করেছেন।

মহিষ। পলায়ন করেছেন! আর দেবী ইন্দ্রানী?

চিক্ষুর। তিনি আমাদের বন্দিনী—

মহিষ। বন্দিনী! ওঃ দেবরাজ পলায়নের সময় দেবীদের বুঝি সঙ্গে নেবারও সুযোগ পাননি? অসুরের কৃপার ওপর পলাতক দেবতারা তাঁদের স্ত্রীকন্যাদের সমর্পণ করে গেছেন? দেবতার অপূর্ব্ব পৌরুষ আমায় সত্যিই বিস্মিত কচ্ছে চিক্ষুর।

চিক্ষুর। সম্রাট!

মহিষ। যাও, ইন্দ্রানীকে এখানে নিয়ে এসো!

[চিক্ষুরের প্রস্থান]

পবন। দেবেন্দ্রানী এখানে আসবেন?

মহিষ। স্বর্গেশ্বরীরূপে তিনি যখন যুগ যুগ ধরে এই সভা আলোকিত করেছেন, তখন আজ এই নূতন স্বর্গেশ্বরের আবাহনেও তাঁকে আসতে হবে বৈকি দেবগণ!

[চিক্ষুরের পুনঃ প্রবেশ]

চিক্ষুর। সম্রাট, তিনি এলেন না।

মহিষ। এলেন না—কেন?

চিক্ষুর। বল্‌লেন, দেহে প্রাণ থাকতে তিনি দানবের রাজসভায় আসবেন না।

মহিষ। আসবেন না? আচ্ছা, আমি নিজে যাচ্ছি তাঁকে নিয়ে আসতে।

দেখি, তিনি আসেন কিনা—

পবন। অসুররাজ—অসুররাজ—

মহিষ। পথ ছাড় দেবগণ, নইলে ঐ দেখছ ?

[বেত্রধারী প্রতিহারীদের দেখাইলেন]

পবন। বেশ, তুমি আমাদের ওপর যত পার অত্যাচার করো, আমাদের পীড়ন করো, তবু দেবেন্দ্রানী শচী দেবীকে আমরা নির্য্যাতিতা হতে দেবনা।

মহিষ। দেবগণ—দেবগণ—

পবন। তুমি স্বর্গ নিয়েছ নাও, দেবভোগ্য নন্দনকাননের পারিজাত মালা নাও, দেবভোগ্য অমৃতের কলসী নাও, উচ্চশ্রবা ঐরাবত বাহন নাও, স্বর্গপুরীর সমস্ত সম্পদ বৈভব অধিকার করে নাও ; আমরা কোন কথা কইব না ; কিন্তু আমাদের রাজরাজেশ্বরী শচী দেবীর অবমাননা করো না। দেবতার চির উচ্চশির, আজ আমরা তোমার কাছে আনত কচ্ছি, তোমার পদতলে বসে মিনতি কচ্ছি, অসুররাজ, শচীদেবীকে তুমি নির্যাতিতা করো না।

মহিষ। হুঁ ! প্রয়োজন হলে ত্রিজগতের প্রণম্য দেবতা শুধু অভিবাদনই করে না, অসুরের পায়ে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতেও জানে। হাঃ হাঃ হাঃ—

[শচীর প্রবেশ]

শচী। না, জগৎ প্রণম্য দেবতার শির চিরদিনই উন্নত থাকবে—কারও কাছে অবনত হবে না।

দেবগণ। জননী শচীদেবী !

মহিষ। শচীদেবী !

শচী। হ্যাঁ, আমি ইন্দ্রের ইন্দ্রানী, আমি জগৎ নমস্যা। দানবের কাছে দেবতার এই সকাতর কৃপা ভিক্ষা শুনে স্থির থাকতে পারলুম

না। তাই ছুটে এলুম—এই রাজসভাতলে। ছিঃ ছিঃ দেবগণ, তোমরা স্বর্গরাজ্য হারিয়েছ বলে কি দেবত্বও বিসর্জ্জন দিয়েছ—? দেবতার মান, দেবতার মর্য্যাদা, অসুরের কাছে আনত মস্তকে এমনি করে বিকিয়ে দিতে তোমাদের কোন কুণ্ঠা হল না, এতটুকু লজ্জা বোধ হ'ল না ?

পবন। জননী, শুধু তোমার বিপত্তি দেখে, শুধু তোমার মর্য্যাদা রক্ষা করতে—

শচী। আমার মর্য্যাদা ? হাঃ হাঃ হাঃ ! ভুলে যাচ্ছ দেবগণ, আমি দেবেন্দ্রাণী শচীদেবী। আমার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করে ত্রিজগতে এমন স্পর্দ্ধা কার ?

মহিষ। শচীদেবী—

শচী। বল দানবরাজ ? তুমি আমায় আবাহন করেছিলে কেন ? কি চাই আমার কাছে ?

মহিষ। কি চাই ? হাঃ হাঃ হাঃ ! আমি চাই তোমাকে—

শচী। আমাকে ? (সভয়ে পিছাইয়া গেলেন) মদমত্ত দানব।

মহিষ। মদমত্ত নয়। তোময় গ্রহণ করতে চায় শক্তিমান অসুর। তোমায় দাবী কচ্ছে, ইন্দ্র দর্প খর্ব্বকারী, স্বর্গ বিজয়ী মহিষাসুর।

শচী। আরে মূঢ়, দেবেন্দ্রানীকে দাবী কর তুমি, কোন সাহসে ? কোন অধিকারে ?

মহিষ। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল আজ আমার অধিকারে, শচী দেবীও তার বাইরে নয়, তাই তাঁকেও দাবী কচ্ছি আমি সেই অধিকারে। এস স্বর্গেশ্বরী বিনা দ্বিধায় এগিয়ে এসো, বসো আমার ঐ সিংহাসনে।

শচী। যদি না যাই ?

মহিষ। তোমায় যেতে হবে, বসতে হবে ঐ সিংহাসনে।

শচী। আমি যাবো না। আমি বসবো না তোমার সিংহাসনে।

মহিষ। এসো, এখনো বলছি, এসো ! [অগ্রসর হইলেন]।

দেবগণ। জননী ! জননী শচী দেবী ! [রক্ষীগণ তাদের ধরিল]

শচী। সাবধান, সাবধান মহিষাসুর। আমায স্পর্শ করলে দগ্ধ হবে, ভস্ম হবে তুমি।

মহিষ। দগ্ধ হব ! ভস্ম হব ! একজনকে মা বলে আবাহন করেছিলুম, মাতৃহারা অভাগার গৃহে চিরকাল মা হযে থাকতে হবে, এই আবেদন জানিয়েছিলুম,...তার কাছে পেলুম পুত্র শোক ! মাতৃপায়ে অঞ্জলিবদ্ধ দুটি হাতে আমায় সে সমর্পণ করল আমারই একমাত্র বংশধরের ছিন্নমুণ্ড। আজ স্বর্গেশ্বরীকে তাঁর পূজার আসনে অধিষ্ঠিত করে পায়ের তলায় পুষ্পাঞ্জলী দিতে বাসনা করেছি, পরিবর্ত্তে কি...কি বললে স্বর্গেশ্বরী ? দগ্ধ হব, ভস্ম হব ? এই বুঝি তোমাদের মাতৃত্ব ? এই বুঝি তোমাদের দেবী মহিমা ? হাঃ হাঃ হাঃ !

শচী। অসুররাজ, অসুররাজ, আমি বুঝতে পারিনি, আমি বসব—বসব তোমার সিংহাসনে। [শচী সিংহাসনে বসিলেন]

মহিষ। সন্তান তোমার পদতলে কৃতাঞ্জলী পুটে বল্‌ছে মা, এইবার সে... এইবার বল স্বর্গেশ্বরী, কোন মন্ত্রে পূজা করব তোমার ? কি দান গ্রহণ করে প্রীতা হবে তুমি ?

শচী। আমায় যদি দান করতে চাও দৈত্যরাজ, তাহলে আমার একমাত্র কামনা, আমি তোমার কাছে চাই মুক্তি।

মহিষ। মুক্তি ! তুমি তো স্বেচ্ছামুক্তা ?

শচী। স্বেচ্ছামুক্তা হই যদি তবে আমায় দেবরাজের সান্নিধ্য থেকে স্বর্গপুরে আটকে রেখেছ কেন ? আমাকে স্বামী সকাশে যেতে দাও।

মহিষ। কেন যে রেখেছিলুম, সে যদি এখনো না বুঝে থাক স্বর্গেশ্বরী, না থাক, আমি দানব—তুমি দেব বন্দিতা, তোমার ওপর আমি অভিমান করব কেন ?

শচী। দৈত্যরাজ !

মহিষ। যাও স্বর্গেশ্বরী, আর কোন বাধা দেব না। সচ্ছন্দ চিত্তে স্বামী সকাশে চলে যাও—

[শচী বিস্মিত নেত্রে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন, চলিয়া যাইতেছিলেন।]

মহিষ। চিক্ষুর ! ইন্দ্রের ইন্দ্রানীকে এমন নিঃসহায় হয়ে একা একা যেতে দেব না আমরা। ওকে সসম্মানে দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে পৌছে দিতে ওঁর সঙ্গে দাও—শত দানবরক্ষী।

শচী দেহরক্ষীই যদি সঙ্গে দেবে দৈত্যেশ্বর, তবে দানব নয়— আমায় দাও দেবরক্ষী—

মহিষ। দেবরক্ষী ! কোথায় পাব দেবী ? দেবতারা সব পলাতক।

শচী। এবং অনেকে আমারই সামনে দাঁড়িয়ে লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে—।

মহিষ। হুঁ বুঝেছি। চিক্ষুর ওদের শৃঙ্খল মুক্ত করে দাও। শচীদেবীর সঙ্গে যাও দেবগণ – মুক্ত তোমরা।

শচী। মুক্ত দেবগণ। দিলে ওদের মুক্তি !

মহিষ। হ্যাঁ, দেবতার পৌরুষকে আমরা আসুরিক বলে পদতলে নিষ্পেষিত করেছি সত্য, কিন্তু তবু সেই পরাজিত শত্রুর মাতা, ভগ্নী, জায়াকে তাঁদের প্রাপ্য সম্মান আমবা দিতে জানি। যাও দেবগণ, তোমাদের পৌরুষ অসুরের পদানত, অসুরের কাছে বন্দী, আর নারীত্বের অনুগ্রহে সেই পদানত পৌরুষের আজ হল মুক্তি।

[শচী সহ দেবগণের প্রস্থান]

মহিষ। চিক্ষুর—!

চিক্ষুর। সম্রাট !

মহিষ। ওকি ! তোমার কণ্ঠস্বর কম্পিত কেন চিক্ষুর ? নতনেত্রে

দাঁড়িয়ে রইলে কেন? কি হয়েছে?

চিক্ষুর। সম্রাট, একটা কথা বলব?

মহিষ। বল, অসঙ্কোচে বল।

চিক্ষুর। আপনি একদিন আমার লোকজ্ঞান বিদ্যাকে উপহাস করেছিলেন, আমায় তিরস্কার করছিলেন, তবু আজ একটা কথা জানতে ইচ্ছা হয়, সম্রাট—।

মহিষ। সেকি কথা?

চিক্ষুর। দেবদৈত্যে চির বিদ্বেষ। নারী যদি দেবতাকে মুক্তি দেয়, তবে অসুরকে কি দেবে সম্রাট?

মহিষ। জানি—তুমি কি বলতে চাও, নারী দেবে অসুরকে মুক্তি নয়—মৃত্যু।

চিক্ষুর। সম্রাট!

মহিষ। কিন্তু আমি তো সেই মৃত্যুরূপার অপেক্ষাতেই রয়েছি চিক্ষুর! দৈববাণী শুনেছিলুম—সে অগ্নিতে দগ্ধ হয়না। সে অজর, অমর, —অক্ষয়, অসুর নাশিনী—শ্রীদুর্গা। সেই হতে আমি প্রতিপল তারই আবির্ভাব কামনা কচ্ছি। প্রতি মুহূর্ত্তে স্মরণ কচ্ছি, সেই অসুরঘাতিনী শ্রীদুর্গাকে। ত্রিভুবন অধিকার করেও যদি তার দেখা না পেলুম; তবে সে কোথায়…কতদূরে? আমি তাকে আর ভয় করিনা—চিক্ষুর। আমি তাকে দেখতে চাই; তার জন্য যদি স্বর্গমর্ত্ত্য পাতাল অন্বেষণ করতে হয় আমি তাতেও বিরত হব না।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[পার্ব্বত্য পথ। নারায়ণ ও ইন্দ্রাদি দেবগণ।]

চন্দ্র অমর দেবতা মোরা, অমরত্বে জন্মিল ধিক্কার—।
দেবতা হইয়া আজ দৈত্য পদানত।

পবন। ভ্রমি বনে বনে পর্ব্বত কান্তারে
কভু অনশন, কভু ভিক্ষা অন্নে জীবন যাপন—;
হোথা মদগর্ব্বী মহিষ অসুর—
স্বর্গের বৈভব যত করে উপভোগ।
দেব নারায়ণ, কর ত্বরা যে হয় উপায়,
দেবতারে স্বর্গে প্রতিষ্ঠিতে।

ইন্দ্র। নীরব কি হেতু প্রভু, দানবের অত্যাচার—
কতকাল সহিব এমনি? শুনিয়াছ পবনের মুখে,
শুধু অত্যাচার নয়, দেবগণে করিয়াছে তীব্র অপমান।

নারায়ণ। অপমান?

ইন্দ্র। বন্দিনী শচীর সনে দেবগণে মুক্তি দিল যবে
উচ্চভাষে কহে দৈত্য বিদ্রূপ করিয়া,
নারীর কৃপায় শুধু দেবগণ লভিল জীবন।

নারা। হে বাসব সত্য কথা, নহে ইহা বিদ্রূপ বচন।
নারীর কৃপায় শুধু—দেবের জীবন।

ইন্দ্র। নারায়ণ—!

নারা। অন্য দেবগণ সহ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে—
পরাজিত করিয়াছে মহিষ অসুর।
অনাদি পুরুষ নিজে অস্ত্র করে সম্মুখে দাঁড়ায়ে
দেবগণে যদি ইন্দ্র রক্ষিতে নারিল,
বল তবে, ত্রিজগত মাঝে এমন পুরুষ কেবা
যার করে দৈত্যের নিধন?

ইন্দ্র। তবে কি—তবে কি সে মহিষ অসুর—
অজেয় অমর?

নারা। না দেবরাজ, অজেয় নহেক দৈত্য,

পুরুষের কাছে যার নাহি পরাজয়—
পরাজিত হবে জেন, নারীর নিকটে।

ইন্দ্র। কে সে নারী ?

নারা। দুর্গতিনাশিনী তিনি, জননী শ্রীদুর্গা।

ইন্দ্র। শ্রীদুর্গা ? কোথায় ? কোথায় তিনি ?

নারা। ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নিসম সে মহা শকতি
তোমাদেরই মাঝে ইন্দ্র প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

ইন্দ্র। আমাদেরই মাঝে ?

নারা। মনে নাই, দশদিকে শিখা জাল করিয়া বিস্তার
স্বর্গপানে দিব্য অগ্নি উঠিতে লাগিল।
আমার আদেশে, সে অগ্নিশিখারে সবে
নিজ দেহে আকর্ষণ করিয়া আনিলে ?
সেই অগ্নি এইবার—কর উজ্জীবিত।
সর্ব্ব দেবতার তেজ, সর্ব্ব দেবতার
বহ্নিময় দিব্য শক্তি একত্র হইয়া
অপূর্ব্ব জননী মূর্ত্তি হইবে সৃজন
সেই সে শ্রীদুর্গা করে অসুর নিধন।

ইন্দ্র। সত্য - সত্য নারায়ণ ?
আমাদেরই অন্তর বহ্নিতে হবে
মাতার সৃজন। সেই মাতৃ করে অত্যাচারী দানব নিপাত।
এ তথ্য বলনি কেন এত দিন প্রভু,
স্বর্গহারা হয়ে এত ক্লেশ, এত দুঃখ বৃথাই সহিনু !

নারা। না, না, দেবরাজ, বলেছিতো—
দেবতার এই দুঃখে ছিল প্রয়োজন।
নর জীবে যুগেযুগে শাসন করিছ,

অনাহারে, অনিদ্রায়, দারিদ্র্য সংঘাতে
কত দুঃখ সহে মর জীব—স্বর্গহারা হয়ে এবে
বুঝেছ নিশ্চয়।

ইন্দ্র। নারায়ণ—

নারা। দুঃখের দহন ব্রত পরিপূর্ণ হল। বিশ্ববাসী সকলের প্রতি,
সম বেদনায় ভরা অন্তর লইয়া
এইবার স্বর্গলোকে দেবতার পুনঃ অধিষ্ঠান।
দেহ সবে নিজ নিজ অন্তর অনল—
মাতৃমূর্ত্তি করিব সৃজন। জননীর দশ ভূজোপরে
সমর্পন করে সবে আয়ুধ নিচয়।

ইন্দ্র। প্রস্তুত আমরা প্রভু, দিব তেজ, দিব অস্ত্র চয়।
মাতৃমূর্ত্তি কর উজ্জীবিতা।

নারা। চলে এসো জননী সাধক—

[ঋত্বিকের প্রবেশ]

ঋত্বিক। প্রভু!

নারা। হে ঋত্বিক, সাত্বিক ব্রাহ্মণ তুমি,
অগ্নি সম পরিশুদ্ধ অন্তর তোমার।
পবিত্র গঙ্গোত্রীজলে কর আচমণ,
জিহ্বা অগ্রে সরস্বতী হোন অধিষ্ঠিতা।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর—সহ সর্ব্ব দেবগণ দিলা
অন্তরের তেজ; দিলা সবে নিজ নিজ আয়ুধ কৃপাণ!
দশভূজে সমুজ্জ্বল দৈত্যঘাতী দশ প্রহরণ—
অপূর্ব্ব জননী মূর্ত্তি স্তবপানে এইবার
কর উজ্জীবন।

[ঋত্বিকের স্তব পাঠ ; সেই সঙ্গে দেবীর এক একটী করিয়া জ্যোতির্ম্ময় অঙ্গ প্রকটিত হইল ।]

জাগো শ্রীদুর্গা, জাগো বিশ্বমাতা ।
ডাকে শঙ্কর—নারায়ণ—
ডাকে ব্রহ্মাধাতা ।
শঙ্কর তেজে মুখ মণ্ডল,
অগ্নি তেজে ত্রিনয়ন ;
যম তেজে লয়ে নির্ম্মিত চারু—
কুন্তল মেঘ বরণ—।
মাতৃবক্ষে চন্দ্রের সুধা—
ইন্দ্রতেজে কটি দেশ—
বিষ্ণুতেজে দশভূজ শোভা—
হের গো নির্ণিমেষ ।
বরুণের তেজে জঙ্ঘা ও উরু,
নিতম্ব গড়ে ধরণী ।
ব্রহ্মা তেজে চরণ যুগল—
সূর্য্যতেজে অঙ্গুলী ।

নারা । হের হের দেবগণ, জ্যোতির্ম্ময়ী জননীর অপূর্ব্ব প্রকাশ । দশভূজে ঐ হের দৈত্যঘাতী— আয়ুধ নিকর । শঙ্করের শূল হের, মমদত্ত বিষ্ণুচক্র ওই, শঙ্খ আর পাশ অস্ত্র দানিল—বরুণ— শক্তি অস্ত্র দিলেন অনল বায়ু দিল দিব্য ধনু শর পূর্ণ যুগল তূণীর, দেবেন্দ্রের বজ্র ওই, অন্যহস্তে ঐরাবত গলঘণ্টা করে সমর্পণ, অক্ষমালা কমণ্ডলু পিতামহ ব্রহ্মা প্রদানিলা, অনন্ত নাগের দত্ত হের নাগহার, সূর্য্য রশ্মি, যম খড়্গা, বিশ্বকর্ম্মা

দিয়েছেন শাণিত কুঠার—।
সর্ব্বোপরি হের চমৎকার—
সিংহবাহিনীর ওই কেশরী বাহন
রত্নহার মাণিক্য কুণ্ডল সহ
গিরিরাজ হিমালয় করেছে প্রেরণ!
অসুর নাশিনী দুর্গা সর্ব্ব অস্ত্রে সুসজ্জিতা
হল আবির্ভূতা। মাভৈঃ দেবতাগণ,
জয়নাদে জননীর বন্দনা গাহিয়া
অসুর সংহারে ত্বরা করহ প্রেরণ!

সকলে। জয় অসুর নাশিনী শ্রীদুর্গা

[মূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান]

নারা। হের মাতা অন্তর্হিতা, সিংহ পৃষ্ঠপরে
অসুর বিনাশে মাতা গ্রহ উপগ্রহ লোক যাত্রা করিয়াছে। ঐ, ঐ ওঠে
প্রলয়ের রোল! ঐ রণদৃপ্তা
চণ্ডিকার পদচাপে করে টলমল।
চলে এসো—চলো এসো দেবগণ,
মহিষ অসুর আর জননী দুর্গার
মহারণ হেরি কুতুহলে।

[সকলের প্রস্থান]

[অপর দিক হইতে কাজল ও ছন্দকের প্রবেশ]

ছন্দক। ওঃ! একি ভীষণ অন্ধকার, একি ভয়ঙ্কর গর্জ্জন;
মহাপ্রলয় নেমে এলো বুঝি! সৃষ্টি বুঝি
ধ্বংস হয়ে যাবে!

জল। মনে পড়ে ছন্দক, মাকে আমরা যখন অগ্নিরথে তুলে দিই,
মা বলেছিলেন, ঠিক এমনি এক প্রলয়ের দিনে আবার দেখা হবে!

ছন্দক। হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়ে, মা আমাদের এমনি দিনেই দেখা দিবেন বলেছিলেন তো! এসো, আমরা মাকে প্রাণভরে ডাকি।

উভয়। মাগো, দেখা দে মা, অন্ধকারে আমাদের ভয় কর্চ্ছে, প্রলয়ের রাতে আমাদের ভয় কর্চ্ছে, দেখা দাও, দেখা দাও মা, দেখা দাও।

[প্রণাম ও দেবীর আবির্ভাব]

দেবী। কাজল, ছন্দক—

ছন্দক। কে! মা! একি মূর্ত্তি তোমার মা?

কাজল। দশহাতে কত অস্ত্র!

ছন্দক। এ বেশে কোথায় চলেছ মা?

দেবী। দানব সংহারে।

ছন্দক। দানব সংহারে! আমাদের রাজা মহিষাসুরকে? না—না, তোমার দুটি পায়ে পড়ি মা, আমাদের রাজাকে বধ করোনা।

কাজল। সন্তান বলে একদিন রাজাকে তুমি দয়া করেছিলে— আজ তাকে বধ করোনা মা!

দেবী। তথাস্তু। সমস্ত অসুর সংহার কর্লে'ও আমি মহিষাসুরকে বধ কর্ব্বো না। এবার বিদায় দাও। রণযাত্রা করি—

ছন্দক। আর একটী নিবেদন মা, আমাদের রাজা তোমার ভক্ত সন্তান, তার দেহে তুমি অস্ত্রাঘাত করতে পারবে না।

দেবী। উত্তম, যতক্ষণ মহিষাসুর আমার দেহে পদাঘাত না করবে, আমি প্রতিজ্ঞা কর্চ্ছি, ততক্ষণ আমি তাকে অস্ত্রাঘাত করব না।

[দেবীর অন্তর্দ্ধ্যান]

তৃতীয় দৃশ্য

প্রাসাদ চত্বর। মহিষাসুর ও উদগ্র।

মহিষ। সেনাপতি চিক্ষুর নিহত! মহাযুদ্ধে বরুণ, চন্দ্র, পবন, প্রভৃতি শস্ত্রপাণি দেবতাকে পরাজিত করে মহাবীর চিক্ষুর যেদিন আমার সামনে এসে দাঁড়াল, আমি তাকে কণ্ঠ হতে রত্নমালা খুলে দিয়েছিলেম বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ। সেই অমিতবিক্রম মহাযোদ্ধাকে অবহেলে বধ করল এক নারী মূর্তি।

উদগ্র। হ্যাঁ, সম্রাট, নারী মূর্ত্তি!

আমি স্বচক্ষে দেখেছি তাকে।

মহিষ: কিরূপ আকৃতি সে নারীর?

উদগ্র। পৃষ্ঠে মেঘবর্ণ মুক্ত কেশজাল যেন মত্ত প্রভঞ্জনে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, মেঘ মধ্যে চঞ্চলা বিদ্যুৎ লেখার মত জ্যোতি দীপ্ত মুখ মণ্ডল···সে দিকে তাকালে চোখ ঝলসে যায়! দশ প্রহরণ ধৃত দশ বাহু দশ দিকে প্রসারিত, ত্রিনয়নে অতি প্রচণ্ড বহ্নিশিখা বিচ্ছুরিত; এমন অপূর্ব্ব নারীমূর্ত্তি জীবনে আর কখনো দেখিনি সম্রাট! সিংহবাহনে চেপে সেই নারী অসুরকুল নির্ম্মূল করল।

মহিষ। সিংহবাহনে অসুর নাশিনী নারী! সৈন্যাধ্যক্ষগণ তাকে বাধা দিতে পাচ্ছে না?

উদগ্র। কে বাধা দেবে সম্রাট! অসুরকুলে আর যোদ্ধা কোথায়? সেনাপতি চিক্ষুর নিহত! শত যুদ্ধজয়ী চামর, মহাহনু, অসিলোম, বাস্কল, কেউ অবশিষ্ট নেই সম্রাট, কেউ অবশিষ্ট নেই। দানবকুল নির্ম্মূল হতে চলেছে দেখে, আমি ছুটে এলুল আপনাকে সংবাদ দিতে।

মহিষ। ভয় কি উদগ্র? সেনাপতি চিক্ষুর যাক্, মহাহনু, অসিলোম,

চামর, বাস্কল প্রভৃতি মহাবীর ধরাশায়ী হোক্, তাতেই বা ভয় কিসের
যাও, সৈন্যদের উৎসাহিত করে বলো,…দেব নর, যক্ষ রক্ষ বিজয়ী—,
ত্রিভুবন পতি মহিষাসুর, এবার স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে দেখবে
কত মায়াযুদ্ধ জানে সেই দশভূজা সিংহবাহিনী।

[উদগ্রের প্রস্থান]

মহিষ। এতদিনে…বুঝি এতদিনে সিদ্ধ মনস্কাম!
যাকে দেখবার জন্য স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালঅন্বেষণ করেছি,
যার আবির্ভাব কামনায় প্রতিপল গননা
করেছি, সে আজ দশভূজা মূর্ত্তি লয়ে সিংহ বাহনে এসে
দাঁড়িয়েছে—আমারই দ্বার দেশে।

[প্রতিহারীর প্রবেশ]

প্রতি। সম্রাট, রথ প্রস্তুত।

[প্রস্থান]

মহিষ। রথ প্রস্তুত! জননী দশভূজা, তোমায় দর্শন করতে মহিষাসুরও
এবার প্রস্তুত। [প্রস্থানোদ্যত]

[আলুলায়িত কুন্তলা রাণী অবজার প্রবেশ]

রাণী। প্রভু, স্বামী—
মহিষ। কে! রাণী অজা—
রাণী। এ বেশে কোথায় চলেছ প্রভু!
মহিষ। যুদ্ধক্ষেত্রে।
রাণী। যুদ্ধক্ষেত্রে! কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে কে এসেছে জানো।
মহিষ। জানি, যার প্রতীক্ষায় দিনযামিনী অপেক্ষা কচ্ছি, আজ আমার
আমার কাছে পূজা নিতে এসেছে সেই আমার জননী।
রাণী। পূজা!
মহিষ। হ্যাঁ, আজ ভক্ত সন্তানের মাতৃপূজা!

রাণী। পূজা দেবে যদি তো এ যুদ্ধ সজ্জা কেন? কেন যেতে চাও রণস্থলে? সত্যই যদি মায়ের পূজা দেবে, কার্ম্মুক কৃপাণ বর্ম্ম পরিত্যাগ কর প্রভু! আমি নিজের হাতে গন্ধ পুষ্প, অগুরু চন্দন স্বর্ণথালায় সাজিয়ে আনছি · মন্দিরে বসে মায়ের পূজা করবে এসো।

মহিষ। মন্দিরে বসে পুষ্প অর্ঘ্যে পূজা! না রাণী, মাতো আজ সে পূজা নিতে আসে নি! মা চাইছে আজ অস্ত্রের পূজা, বক্ষদীর্ণ মুঠো মুঠো রক্ত জবার পূজা।

রাণী। প্রভু, স্বামী—

মহিষ। ঐ, ঐ শোন রাণী ভীষণ কলরোল! ঐ শোনো অসুর কুলের আকাশভেদী আর্ত্তনাদ ছাপিয়ে জাগছে···সিংহবাহিনীর রক্ত মাতাল সিংহরাজের ঘন ঘোর গর্জ্জন! আর বিলম্ব নয় রাণী, আমার বিলম্ব দেখে মা আমার অধীর হয়ে উঠেছে। সর রাণী; পথ ছাড়।

রাণী। না, না সে হবে না; তোমাকে ও সিংহবাহিনীর সম্মুখে যেতে দেব না।

মহিষ। রাণী—রাণী—

রাণী। আমার সন্তানকে বলি নিয়ে রাক্ষসী তৃপ্তা হয়নি। এবার এসেছে দশবাহু বিস্তার করে আমার স্বামীকে গ্রাস করতে! আমার ইহকাল পরকাল সর্ব্বস্ব গ্রাস করতে! না, সে হবে না, আমার দেহে প্রাণ থাকতে আমি তোমাকে কিছুতে রণস্থলে যেতে দেব না।

মহিষ। রাণী অবুঝ, একি কচ্ছ তুমি! ঐ শুনছ না, দানব সেনার আর্ত্তকাকুতি! আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব করলে অসুরকুল যে নির্ম্মূল হয়ে যাবে!

রাণী। না প্রভু, অসুরকূল নির্ম্মূল হবে না। তুমি দেবতার সঙ্গে সন্ধি কর।

মহিষ। সন্ধি! দেবতার সঙ্গে!

রাণী। হ্যাঁ, কাজ কি আমাদের স্বর্গরাজ্যে? কাজ কি দেবতার অতুল বৈভবে? চল, ওদের স্বর্গরাজ্য ফিরিয়ে দিয়ে আবার আমরা সেই অন্ধকার পাতালপুরীতে ফিরে যাই।

মহিষ। রাণী অব্জা, দেবতার কাছে আমি সন্ধি ভিক্ষা কর্ব্ব! দশ-ভূজার নাম শুনে এতই আত্ম-বিস্মৃতা তুমি আজ, যে ভুলে গেছ তোমার স্বামী ত্রিভুবন ত্রাস মহিষাসুর!

রাণী। জানি প্রভু, কিন্তু মনে পড়ে ব্রহ্মার বর; মনে পড়ে সেনাপতি চিক্ষুরের সেই সতর্কবাণী—পুরুষের করে অবধ্য তুমি, তাই নারী-মূর্ত্তি সৃষ্ট হবে তোমার সংহারে। না, না, প্রভু, যুদ্ধে কাজ নাই। তুমি না পারো, আমি যাবো দেবতার কাছে সন্ধি ভিক্ষা করতে। মেগে লব তাদের ক্ষমা, ভিক্ষা মেগে লব আমার স্বামীর জীবন—অসুর কুলের জীবন।

মহিষ। স্তব্ধ হও, স্তব্ধ হও রাণী, দেবতার কাছে ভিক্ষা চাইবে আমার জীবন। কোন পুরুষ এ কথা উচ্চারণ করলে আমি তার জিহ্বা এতক্ষণে উৎপাটিত করে ফেলতুম। পথছাড়, আমায় যেতে দাও।

রাণী। না, আমি দেব না।

মহিষ। আমি যাবো। ত্রিজগতে কারু সাধ্য নাই,—দশভূজা সিংহবাহিনীর সম্মুখে দাঁড়াতে আমাকে বাধা দেয়। পথ যদি না ছাড়, নিশ্চিত জেনো রাণী, পদাঘাতে আমি আমার পথের বাধা দূর করব।

রাণী। তাই কর, প্রভু তাই কর। তোমার পদাঘাতে আমার এ ছার প্রাণ তোমার পায়ের তলায় শেষ হয়ে যাক। তার পূর্ব্বে আমি তোমায় যেতে দেব না, কিছুতে যেতে দেব না।

মহিষ। তবে তাই হোক্,—দূর হও তুমি।

(পদাঘাতে রাণী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন ; সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ছায়ামূর্ত্তি দেবীর আবির্ভাব)

দেবী। মহিষাসুর—

মহিষ। কে! কে তুমি ছায়ামূর্ত্তি নারী? একি! দশভুজা, দশ প্রহরণ ধারিণী! এসেছ, এসেছ মা, আমার পূজা নিতে?

দেবী। পূজা!

মহিষ। তোমারই পূজার জন্য আমি যে আকুল আগ্রহে অপেক্ষা কর্চ্ছি মা।

দেবী। পূজা দেবে আমায় পদাঘাত করে?

মহিষ। পদাঘাত! তোমায়!

দেবী। হ্যাঁ, আমায়! আরে মদমত্ত মূঢ়, জাননা, জগতের সমস্ত সীমন্তিনী নারীর মধ্যেই যে আমি বিরাজ কর্চ্ছি। পতিব্রতা স্বাধ্বী নারীর লাঞ্ছনা, সে যে আমাকেই অবমাননা।

মহিষ। সত্য যদি তাই হয়, তবু আমি অপরাধী নই মা, সাধ্বী নারীর অন্তরে বসে তুমিই দিয়েছ বাধা তোমারই পূজায়।

দেবী। পূজা! কি পূজা দেবে? কোথায় তোমার পুষ্পদল!

মহিষ। পাবে মা, পাবে। রণস্থলে চলো রণচণ্ডিকা! এই দেখ করধৃত খড়্গ, চর্ম্ম, মন্ত্রপূতঃ দেখ দিব্য শূল! দশ হস্তের দশবিধ প্রহরণ দিয়ে একে একে আহরণ করবে চল—তোমার পূজার রক্তরাঙ্গা ফুল।

চতুর্থ দৃশ্য

পার্ব্বত্য বনভূমি—নারায়ণ ও ইন্দ্রাদি দেবগণ।

[নেপথ্যে শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি]

ইন্দ্র। স্তব্ধীভূত রণ কোলাহল, সুমঙ্গল শঙ্খ ঘণ্টা বাজে—
চারিভিতে। নারায়ণ, মঙ্গলবাদিত্র রবে করিতেউৎসব
কি কারণ আদেশিলে প্রভু ?

নারা। যদি বলি, পূর্ণ মনস্কাম ; লভিয়াছ পুনর্ব্বার স্বর্গ অধিকার

ইন্দ্র। নারায়ণ—

নারা। দেখিয়াছ দেবরাজ, দৈত্যসনে শ্রীদুর্গার অপূর্ব্ব সমর ?

ইন্দ্র। দেখিয়াছি নারায়ণ, এখনো স্মরণে মোর
হৃদিকম্প হয়। কি বিরাট, বিপুল শকতিধর—
মহিষাসুর। শ্রাবণের ধারা সম বিরাম বিহীন
পাশ, ভল্ল, ভিন্দিপাল, শূল অস্ত্র আদি
শ্রীদুর্গারে করিল সন্ধান। রণক্লান্ত—মহাদেবী
মধুপান করেন যখন, প্রলয় মেঘের সম
দৈত্যরাজ গর্জ্জিযা উঠিল। মদরাগ আরক্ত নয়না মাতা
কহিলেন তারে, "গর্জ্জ, গর্জ্জ ক্ষণ মূঢ়,
মধুপান করি যতক্ষণ—"
অতঃপর কি ঘটিল নারায়ণ—বুঝিতে নারিনু !
দিগদিগন্তরে যেন ঝলসিল প্রলয় বিজলী—
কোটী সিন্ধু এক সাথে
গর্জ্জিয়া উঠিল ! যে ভীম নিঃস্বনে
গ্রহ উপগ্রহচয় হল কক্ষ হারা,
চন্দ্র সূর্য্য মূর্চ্ছিত হইল, অবশ চেতনা হারা
সকল দেবতা ; মূর্চ্ছাগ্রস্ত আমি ইন্দ্র পড়িনু ভূতলে।

নারা। দেবরাজ—

ইন্দ্র। কহ নারায়ণ, আসন্ন প্রলয় সম কি সে ভীমরব
যাহে সবে মূর্চ্ছাতুর চৈতন্য হারানু।

ন্যরা। উল্লম্ফণ করি মাতা—সে মূহূর্ত্তে
আক্রমিল মহিষ অসুরে,
পদচাপে নিষ্পেষিত করি মহাসুরে,
কণ্ঠে তার শূলবিদ্ধ করেন কৌতুকে।

ইন্দ্র। মৃত—মৃত তবে মহিষ-অসুর ?

নারা। নহে মৃত! মাতা তারে কৃপাবশে
রাখিলা জীবিত—।

ইন্দ্র। জীবিত! কেন—কেন নারায়ণ ?

নারা। বিচিত্র কাহিনী ইন্দ্র, শূল বিদ্ধ দানবের
বক্ষ হতে ঝড়ে অবিরাম শোণিত প্রবাহ,—
আহত—নিষ্পিষ্ট দৈত্য কহে জননীরে—
"এই নাও রক্ত জবা, আরও অস্ত্র হানো,
আরও রক্ত পাবে দশভূজা!" জননী কহিলা,
"পথ ভ্রান্ত হে সন্তান,
বধিবনা তোমা ; শূলবিদ্ধ করি শুধু চরণের তলে
বিমর্দ্দিত করিয়া রাখিনু। তোমারে দমন করি
বিমর্দ্দিত করি, আজি হতে নাম মম
মহিষমর্দ্দিনী।"

ইন্দ্র। মহিষ মর্দ্দিনী মাতা! মহিষ মর্দ্দিনী—!

নারা। মাতা দিয়াছেন আজ্ঞা, শুন দেবরাজ ;
যতকাল মহিষ মর্দ্দিনী মাতা অর্চ্চিতা হইবে,
জননীর সনে, তাঁর পদাশ্রিত সেই মহিষ অসুরে

ততকাল পূজিতে হইবে—। দেবী পূজা সনে,
অসুরের পূজা মন্ত্র চণ্ডী গ্রন্থে—যুগেযুগে
লিপিবদ্ধ রবে।

ইন্দ্র। মাতার চরণ তলে পূজা পাবে মহিষ অসুর!
কিন্তু কৈ! কোথা প্রভু, জননী মোদের?
মহিষ মর্দ্দিনী মূর্ত্তি দেখাও ক্ষণেক?

নারা। কার্য্য শেষ; দৈত্য এবে মাতৃ পদানত।
তাই মাতা দিব্য দেহে হল অন্তর্হিতা। মিটাইতে
তোমাদের অন্তরের তৃষা—
ধ্যানলব্ধ মাতার প্রতিমা ঐ, ঐ হের
দেবরাজ, সমুজ্জল হল ঐ পর্ব্বত শিখরে।

[শ্রীদুর্গা প্রতিমা দেখা গেল]

ইন্দ্র। শ্রীদুর্গা! মহিষ মর্দ্দিনী শ্রীদুর্গা—!
নারায়ণ! এই শক্তি স্বরূপিণী
মাতা যুগে যুগে আসিবেন দানব সংহারে?

নারা। নিশ্চিত আসিবে মাতা, শোন নাকি
স্মিত হাস্যে কহিছে অভয়া—

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যামরিসংক্ষয়ম্।

এসো দেবগণ, জননী প্রণাম করি—
বর চাহি সবে—
"অসুর শোণিত সিক্ত, মেদ লিপ্ত খড়্গ চণ্ডিকার।
করুক মোদের শুভ—! হে চণ্ডিকা, কোটী নমস্কার।"

যবনিকা